367

367
SENGUPTA (Anantakumār) *comp.*
Svarāja gīta. Tṛtīẏa saṃskaraṇa.
Kalikātā: Sarasvatī Lāibrerī, [1921?].
[8], 153 p. 16 cm.
Nationalistic poems, songs, sayings and quotations from Indian politicians and writers both Indian and European (Tagore, Bankim, Shakespeare, Victor Hugo, etc.).
PP Ben B 62

NATIONAL ARCHIVES OF

PP BEN. B 62

স্বরাজ গীতা

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত

ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীঅনন্তকুমার সেনগুপ্ত

সঙ্কলিত

তৃতীয় সংস্করণ

সরস্বতী লাইব্রেরী

৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রকাশক—শ্রীসুবিমল বিহারী রায়
সরস্বতী লাইব্রেরী, ১নং রমানাথ
মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—২১০০
দ্বিতীয় সংস্করণ—২১০০
তৃতীয় সংস্করণ—২১০০

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, বি, এ
কর্ত্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

লোকে বলে কথায় কাজ হয় না। কিন্তু এত যে বেদ বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস—এ সকলত কথা রূপেই আমাদের কাছে আসিয়াছে। এই সভ্যতার যুগে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে কত মারামারি, কাটাকাটি করে; ইহার উপর যদি আবার কথা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় কেবল নখদন্ত দ্বারাই ভাবের আদান প্রদান হইত!

কথার মত কথা দ্বারা মানুষের মনে যে যে ভাব অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা মুছিয়া ফেলা বড় দুঃসাধ্য। বোধ হয়, মহাসাগরের সমস্ত জল ঢালিয়াও তাহার উচ্ছেদ সাধন করা যায় না। 'বন্দেমাতরম্', 'স্বদেশ', 'স্বরাজ'—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কেবল এই কথাগুলির সাহায্যে আমরা বোধ হয় সহস্র যোজন অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। যাঁহারা মন্ত্রশক্তি, শব্দশক্তিতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই 'স্বরাজগীতা'তে সংগৃহীত পদাবলীর মহিমা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সঙ্কলয়িতা যেরূপ নিপুণতার সহিত ভারতের প্রধান প্রধান ভাবুকগণের ভাবরাশি চয়ন করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস তাহাতে স্বরাজ-সাধকগণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

চিন্তার দৈন্যই আমাদের প্রধান দৈন্য। রোগ এবং তাহার প্রতীকার—এই উভয় বিষয়েই অধিকাংশ লোকেরই কোন সত্য ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ এই চিন্তাশীলের বঙ্গদেশে চিন্তা জিনিষটার বড়ই অনাদর দৃষ্ট হইতেছে। যেখানে চিন্তার চ', সেইখান হইতেই যুবকগণের পলায়ন! এই অবস্থায় 'স্বরাজগীতা'র সঙ্কলয়িতা সংক্ষিপ্তভাবে যে সারগর্ভ কথাগুলির সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বিশেষ কৌশলী চিকিৎসক—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে জানেন। তাঁহার চেষ্টায় বঙ্গের যুবকগণ আবার ভাব অবলম্বন করিয়া ভাবের প্রকৃত বিষয়টিকে ধরিতে পারিবেন —এইরূপ আমার আশা আছে।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—

'মন কি তত্ত্ব কর তারে ?
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কে ধর্ত্তে পারে !'

ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, আবার তিনি আমাদিগকে এই ভাব সাধনায় প্রবৃত্ত করুন।

'সার্ভ্যাণ্ট' আফিস্,
কলিকাতা
৭ই শ্রাবণ, ১৩২৮

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীতা

ভারতলক্ষ্মী

বন্দেমাতরম্ ।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সপ্ত-কোটি কণ্ঠ কল-কল্ল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্ত-কোটি-ভুজৈর্ধৃত-খর-কর-বালে,
অবলা কেন মা এত বলে !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বরাজ গীতা

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে ।

ত্বং হি দুর্গাদশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাং ।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্ ।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ।

—বঙ্কিমচন্দ্র ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কে?'

ব্রহ্মচারী—'মা—যা ছিলেন।'

মহেন্দ্র—'সে কি?'

ব্রহ্মচারী—'ইনি কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর আবাস স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী—সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন। ইহাকে প্রণাম কর।'

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, 'এই পথে আইস।' ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'দেখ, মা যা হইয়াছেন।'

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন,—"কালী!"

ব্রহ্মচারী—'কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী!

হতসর্ব্বস্ব, এইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাতে বেটক খর্পর কেন?'

ব্রহ্মচারী—'আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল—বন্দে মাতরম্।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'এই পথে আইস।' এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গাহিয়া উঠিল। দেখিলেন এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে স্বর্ণ-নির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'এই মা মা হইবেন। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুপীড়নে নিযুক্ত; দিগভুজা'—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্‌গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। 'দিগভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-

পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য সিদ্ধিরূপী গণেশ ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।'

তখন দুইজনে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে এক কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—

'সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি! নমোঽস্তুতে।'

—বঙ্কিমচন্দ্র।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননী ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ।
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত
হইল পূর্ব্ব গগন;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননী!
জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজ গীতা

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!
জয় জননি! ভারতবর্ষ!"
কণ্ঠে তব সিন্ধুবসনা চিত্র সিন্ধুকর লিপ্ত;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে
অমল-কমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য
করিছে তপন তারকা চন্দ্র;
যজ্ঞযুক্ত, চরণে ফেনিল
জলধি গরজে জলদমন্দ্র।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!
জয় জননি! ভারতবর্ষ!"
শীর্ষে শুভ্র-তুষার-কিরীট,
সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামলশস্যে,
ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি !
জগজ্জননী ! ভারতবর্ষ !"
উপরে পবন প্রবল স্বননে
শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে,
চুমি তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে, জলদ হাসিয়া বজ্র,
করিছে প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জকানন
কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি !
জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"
জননি, তোমার বক্ষে শান্তি,
কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন,
চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে
কত না বেদনা কত না হর্ষ,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জগৎপালিনি ! জগদ্ধারিণি !

জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ ।

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ।
জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ ।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল ।

যদ্ বক্ষসি বয়ং জাতা, যদঙ্কে নিত্য সংস্থিতাঃ ।
পুনর্যত্র লয়ং যাতা স্তং দেশং প্রণমাম্যহম্ ॥
যদন্নৈঃ পোষিতো দেহো, যদ্জলৈ জীবনং মম ।
যদ্ বায়ৌ শ্বসিতো নিত্যং স্তং দেশং প্রণমাম্যহম্ ॥
পিতা পিতামহো দেবস্থথা মং পূর্ব্ববংশজাঃ ।
যত্র জাতা লয়ং মাতা স্তং দেশং প্রণমাম্যহম্ ॥

যাঁর বক্ষে জন্ম মম, অঙ্কে যাঁর স্থান,
যাঁর কোলে পুন দেহ হবে অবসান,
সেই মোর জন্মভূমি প্রণাম ! প্রণাম !
অন্নে যাঁর দেহ পুষ্ট, জলে তুষ্ট প্রাণ,
যাঁর বায়ু বহে শ্বাসে সদা বহমান,
সেই মোর জন্মভূমি প্রণাম ! প্রণাম !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পিতৃপিতামহ আদি যত পূজ্যজন,
যেখানে জন্মিয়া পুনঃ লভিলা মরণ,
সেই মোর জন্মভূমি প্রণাম! প্রণাম!

মা আমাদের চৈতন্যময়ী। জননীর গর্ভাবাস হইতে আসিয়া প্রথমে যাহার স্নেহময় অঙ্কে স্থানলাভ করিয়াছিলাম, সেইতো আমাদের একান্ত আশ্রয়রূপিনী দেশমাতৃকা মা। যাহার পবিত্র বায়ুদ্বারা আমরা প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলাম, যাহার মুক্ত আকাশে আসিয়া গর্ভবাসের রুদ্ধ যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম, সেই যে আমাদের কল্যাণদায়িনী দেশমাতৃকা মা। আমরা জননী-জঠরে ন্যূনাধিক দশমাস কালমাত্র অবস্থান করিয়াছিলাম, আর সেই প্রথম ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত যিনি অন্ন, জল, বায়ু, তাপ দ্বারা আমাদিগকে প্রতিপালন ও পরিরক্ষণ করিতেছেন, সেই যে আমাদের স্নেহময়ী, ধাত্রীরূপিনী দেশমাতৃকা মা। শুধু কি জীবনকালে? মরণেও যাহার স্নেহময় অঙ্ক হইতে আমরা বিচ্যুত হই না, তখনও যিনি আমাদের সেই সর্ব্বপরিত্যক্ত শবদেহের শেষ পরমাণুটি পর্য্যন্ত

আদরে বুকে করিয়া থাকেন, সেই যে আমাদের জনম-মরণের একান্ত আশ্রয়রূপিনী অতুলনীয়া স্নেহময়ী দেশ-মাতৃকা মা।

আমাদের পূর্ব্বতন স্বজনগণের স্থূলদেহ এই মাতৃভূমিতেই অবস্থান করিতেছে। তাঁহাদের পবিত্র নিঃশ্বাস এই বায়ুতেই মিশ্রিত রহিয়াছে, তাঁহাদের পবিত্র কণ্ঠস্বর এই আকাশতরঙ্গেই পরিচালিত হইতেছে, তাঁহারা এই জলেই অবগাহন করিতেন, এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি তাঁহাদেরই দৃষ্টিপূত হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমাদের এই দেশ, এই অন্নবায়ু, এই গগন-পবন, সূর্য্য-চন্দ্র—ইহারা কত পবিত্র, কত মনোহর, কত পূজনীয়! এযে আমাদেরই দেশ—আমাদেরই মা!

—শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা-পূজা।

কি বিচিত্র এই দেশ!

দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়।

NATIONAL ARCHIVE OF INDIA

ভারতলক্ষ্মী

তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে এর আকাশ ঝলমল করে।

প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর-গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য সৈন্যের মতো এর আকাশ ছেয়ে আসে। এর অভ্রভেদী ধবল-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুকারাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে। কোথাও আজীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্ব্বতসম মন্থর গমনে চলেছে। কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে আছে। কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য প্রেক্ষণে চেয়ে আছে।

আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশে বাস কর্চ্ছে, তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস!

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

প্রার্থনা

বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান !
বাংলার ঘর, বাংলার মাঠ,
বাংলার বন, বাংলার হাট,
পূর্ণ হউক হে ভগবান !
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক হে ভগবান !
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক হে ভগবান্ !

—রবীন্দ্রনাথ ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।

হে তেজঃস্বরূপ! আমাদিগকে তেজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর; হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী করঃ; হে সহস্বরূপ! আমাদিগকে সহিষ্ণু কর; হে মন্যুস্বরূপ! অন্যায়ের প্রতি যে নিদারুণ ক্রোধ, তাহা আমাদের অন্তরে উদ্দীপিত কর।

—আশুবাণী।

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।
আবিরাবির্ম এধি।

* * *

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীত।

রুদ্র ! যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যং।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতে লইয়া যাও; তুমি আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

—আপ্তবাণী।

হে প্রভু! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয় স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে, বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এস প্রভু, এস হে আচার্য্য-চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞাপালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভু! এস হে পার্থসারথি! অর্জ্জুনকে তুমি এক সময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যেন প্রাচীন কালের

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রার্থনা

মহাপুরুষগণের ন্যায় আমরাও দৃঢ়তা ও নির্ভয়ের সহিত বলিতে পারি—ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

—বিবেকানন্দ।

---

(১)

তুমি আমাদের আশ্রয়, তোমার প্রতি নীচ অবিশ্বাসেই সকল আতঙ্কের উদ্ভব—এই বিশ্বাসে আমার মস্তক উন্নত রাখিতে দাও।

মানুষের ভয়? জগতে এমন মানুষ কে হে? রাজার রাজা! এমন রাজা কে, যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী? কে আমাকে চিরকাল সত্যে বঞ্চিত রাখিবে?

জগতে এমন কোন্ শক্তি আছে, যে আমার স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে? তোমার হস্ত কি বন্দীশালার প্রাচীর ভেদ করিয়া বন্দীর নিকট গিয়া তাহার প্রাণে নিরঙ্কুশ মুক্তি দিতে পারে না? কৃপণ যেমন তাহার নিষ্ফল ধনরাশিকে আঁকড়াইয়া থাকে, আমিও কি তেমনই মৃত্যু-ভয়ে এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে সংযুক্ত থাকিব? আমার এই আত্মা কি অনন্ত জীবনের মধুর আহ্বান শুনে নাই?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যাতনা ও মৃত্যু মুহূর্ত্তের ছায়ামাত্র, একথা আমাকে জানিতে দাও। আমি ও তোমার সত্য, এই উভয়ের মধ্যে যে অন্ধকার ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কুহেলিকা মাত্র। একমাত্র তুমিই চিরকালের তরে আমার। যে ক্ষমতার দর্প আমার মনুষ্যত্বকে ভয় দেখাইয়া উপহাস করে, তদপেক্ষা তুমি মহত্তর।

(২)

প্রেমের চরম সাহস আমাকে দাও। কথা কহার ও কার্য্য করার সাহস—তোমার ইচ্ছায় কষ্ট ভোগের সাহস—সকল জিনিষ পরিত্যাগ করবার সাহস এবং সকলকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার সাহস আমাকে দাও।

প্রেমের চরম বিশ্বাস আমাকে দাও। মৃত্যুতে জীবন, পরাজয়ে জয়, সৌন্দর্য্যের ক্ষণভঙ্গুরতায় প্রচ্ছন্ন শক্তির অস্তিত্ব, আঘাত সহ্য করায় এবং তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিঘাত না করায় গৌরব বোধ, এই সকল বিশ্বাস আমাকে দান কর।

—রবীন্দ্রনাথ।

স্বরাজ মন্ত্র

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব,
তোমারি উত্তরীয়।

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি বচন,
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয় মন্ত্র,
অশোক মন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীতা

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

—রবীন্দ্রনাথ।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। দেশ নারায়ণ; 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'—ইহা ভগবানের বাক্য। স্বর্গ হইতেও দেশ গরীয়ান্, শ্রেষ্ঠ। স্বর্গ তুচ্ছ, দেশ বড়, জাতি বড়। দেশের পূজায়, জাতির পূজায়, স্বর্গ হইতেও মহত্তর ফল লাভ হয়। দেশসেবায় চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মুক্তিলাভ হয়—ইহাই ভারতীয় অনুশাসনের সার মর্ম।

—প্রজ্ঞানানন্দ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আগে কখন দেশ ছাড়িনি, বুঝিনি যে দেশ কি জিনিষ! ভাবতাম যে দেশ শুধু মাটি আর আকাশ।

কিন্তু এখন বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ। সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে; তার চেয়েও বেশী। জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা, গর্ভে ধরে, স্তন্য দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

Our Country, right or wrong.

—Decatur.

—ন্যায় করুক, অন্যায় করুক,
আমার দেশ আমার কাছে—আমার দেশ।

জীবন দেশের জন্য,
মৃত্যু দেশহিতে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

Freedom is my Birthright. So long as it is awakened within me, I am not old. No

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

weapon can cut this spirit, no fire can burn it, no water can wet it, no wind can dry it.

—Lokamanya Tilak.

—স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার। ইহা আমার অন্তরে যতদিন জাগ্রত থাকিবে, ততদিন জরা আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না; অস্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, সলিল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

The God who gave us life, gave us Liberty at the same time.

—Jefferson

—যে ভগবান জীবন দিয়াছেন, জন্মমুহূর্ত হইতে তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতাও দান করিয়াছেন।

We hold the truth to be self-evident that all men are equal; that they are endowed by

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

their Creator with some inalienable right; that among these are life, Liberty and the pursuits of happiness.

—Jefferson.

—এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষমাত্রেই সমান এবং মানুষমাত্রেরই বিধিদত্ত কতকগুলি অধিকার আছে।

আত্মরক্ষা, স্বাধীনতা এবং সুখভোগ মানুষের অন্যতম অধিকার।

ভারতের প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ সন্তান আজ মুক্তকণ্ঠে বলতে বাধ্য—আমি চাই মুক্তি, আমি চাই অধিকার—নিজের দেশের কাজ নিজের হাতে তুলে নেবার জন্মগত অধিকার।

এ যদি অপরাধ হয়, তবে আমি স্বীকার করছি আমি অপরাধী।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বাধীনতা।

এ যদি অপরাধ হয়, তবে আমি এর জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাই।

তবু যাকে আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য ব'লে বুঝেছি, তা ত্যাগ করব না।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

I must have Liberty
Withal, as large a charter as the wind.

—Shakespeare

—আমি চাই স্বাধীনতা,
বাতাসের মতো বিপুল স্বাধীনতা।

———

Freedom first, Freedom second, Freedom always,—nothing else will satisfy me.

—Ashutosh Mukherjee

—আমার প্রথম দাবী স্বাধীনতা,
আমার দ্বিতীয় দাবী স্বাধীনতা,
আমার সর্ব্ব সময়ের দাবী স্বাধীনতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বাধীনতা ব্যতিরেকে আর কোন কিছুতে আমি সন্তুষ্ট হইব না।

Who is there so base
That would be a bondman ?
—এমন হীনচেতা কে আছে
যে গোলাম হ'তে চায় ?

Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery ? Forbid it, Almighty ! I know not what course others may take ; but as for me, give me Liberty or give me Death.

—Patrick Henry

—হায়, জীবন কি এতই প্রিয়, শান্তি কি এতই মধুর যে শৃঙ্খল ও দাসত্বের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করিতে হইবে ! রক্ষা কর, ভগবান্ ! অপরে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে জানি না। কিন্তু আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, —আমাকে হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু দান কর।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীত।

Bondsmen ! Know ye not who would be
Free, themselves must strike the blow !

—Lord Byron

—হে গোলামের দল, তোমরা কি মানো না যে স্বাধীনতা যারা চায়, তাদের স্বয়ং যুদ্ধ করতে হয় !

For Freedom's battle once begun,
Though baffled oft, is ever won.

—স্বাধীনতার সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ পরাজয়সত্ত্বেও পরিণামে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এক বৎসরে কি এক শতাব্দীতে শেষ হয় না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের ভার পিতা হ'তে পুত্রে বর্ত্তে। সে যুদ্ধ বংশপরম্পরায় চ'লে আসে।

——

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

—Whatever day
Makes man a slave,
Takes half his worth away.

—Pope.

—যেদিন মানুষ পরাধীনতার ফাঁসি গলায় পড়ে, সেই দিনই তার জীবনের অর্দ্ধেক মূল্য ক'মে যায়।

আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া। আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ। —শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম্ম সকলই ব্যর্থ—যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কাণে ধ্বনিত হইতেছে—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?" আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন,—স্বরাজ লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায় হয়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীত।

I assert that once a nation passes into subjection, degradation must inevitably set in, attacking the very life-blood of that nation. Its effect is to be seen, not in this sphere, or that sphere, but in every sphere of nation's activity.

—Deshabandhu Chittaranjan

—আমি জোরের সহিত বলিতেছি—যে মুহূর্ত্তে এক জাতি অন্য জাতির অধীন হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জাতির অন্তস্থলে পর্য্যন্ত ধ্বংসের সূচনা দেখা দেয়—জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই পরাধীনতা জনিত অবনতি দেখা দেয়।

A spiritual necessity makes the true significance of our claim to Freedom, the material aspect is only a secondary consideration.....It (the enslaved country) suffers materially being a prey to plunder; it suffers morally

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

because of the corrupt influences ; the bigger nation sets at work to maintain its ascendency.

—MacSwieny

—পরাধীন জাতি প্রভু জাতির দ্বারা লুণ্ঠিত হয় ; কিন্তু অপর দিকে প্রভু নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরাধীন জাতির নৈতিক অবনতি সাধনের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। এই জন্যই স্বাধীনতা দাবীর মুখ্য কারণ নৈতিক কারণ, আর্থিক বা জাগতিক কারণ গৌণ।

It is the practice of the usurping power to develop the basest in its subject.

—MacSwieny

—পরাধীন জাতির মধ্যে নীচতম বৃত্তিগুলি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহাই প্রভুজাতির বিশেষ চেষ্টা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Freedom has a thousand charms to show,
That slaves however contented never know.

—Cowper.

—পরাধীন ক্রীতদাস আপনাকে সুখী মনে কর্‌তে পারে, কিন্তু সুখ তার কোথায়?

স্বাধীনতার যে কি বিপুল সুখ তা সে কল্পনাও ক'র্‌তে পারে না।

নির্জ্জীব পাথরে যে শান্তি, তা আমি চাই না।

কবরে যে শান্তি, তাও আমি চাই না।

আমি চাই সেই শান্তি যা মানুষের প্রাণের জিনিষ,—সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও যা থাকে অব্যাহত,—বিধাতার আশীর্ব্বাদ যাকে ঘিরে থাকে রক্ষাকবচের মতো।

—মহাত্মা গান্ধী

A day, an hour of virtuous Liberty
Is worth a whole eternity in bondage.

—Addison.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

—যুগ-যুগান্ত-ব্যাপী দাসত্ব-জীবন হ'তে একটি দিনের জন্য, এমন কি এক ঘণ্টার জন্যও স্বাধীনতা শ্রেষ্ঠতর।

———

The smallest worm will turn,
Being trodden on.

—Shakespeare.

—অতি ক্ষুদ্র যে কীট, সেও পদদলিত হ'লে ফণা ধরে দাঁড়ায়।

———

আমি চাই ভগবানের দেওয়া মুক্তির বাতাস—তাতে যদি ছিন্ন বসন পরিহিত পথের ভিক্ষুক হ'তে হয়, ত তাই স্বীকার। তবু রঙীন বস্ত্রাচ্ছাদিত শব হব না।

—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।

———

Disguise thyself as thou wilt, still slavery,
Still thou art a bitter draught.

—Sterne.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

—যতই ছদ্মবেশে রঙীন হ'য়ে আস না কেন, তবু পরাধীনতা, তুমি যে তিক্ত পানীয় —সেই তিক্ত পানীয়।

I would rather be the lowliest citizen of an independent Egypt than the Prime Minister of the Protectorate which the people never recognised.

—Zaghlul Pasha

—স্বাধীন মিশরে আমি দীনতম প্রজা হইব, তথাপি ব্রিটিশ রক্ষণাধীনে এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদও আকাঙ্ক্ষা করি না।

পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক এই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হ'তে সুখী সমধিক।
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দনকানন,
মুহূর্ত্তেক পাই যদি স্বাধীনতা-ধন॥

—নবীনচন্দ্র।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পরদত্ত সাম্রাজ্য ভোগ করার চেয়ে বনবাসী থাকা ভালো।

পরদত্ত স্বর্ণভাণ্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের হাসিটিও মিষ্ট।

পদতলে বসে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে জননীর কোলে ব'সে শাকান্ন খাওয়াও ভালো।

স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা—তার সঙ্গে পায়ের ধূলো মিশে আছে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

Give me again my hollow tree,
A crust of bread and Liberty.

—Pope

—আমি বৃক্ষকোটরে থাক্‌বো, একটি টুক্‌রো রুটি খেয়ে থাক্‌বো,—তাও স্বীকার ; তবু স্বাধীনতা চাই।

Good government is no substitute for Self-government.

—Chamberlain

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

—পরের শাসন যতই দোষশূন্য ও অনিন্দনীয় হউক না কেন, স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্ত্তে তাহা কিছুতেই প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, জীবন, ইন্দ্রিয় নিজ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত; তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না নিজ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর ; আমায় মানুষ কর।"

—বিবেকানন্দ।

জাতীয় মহাসভার উদ্দেশ্য,—ভারতে ভারতমঙ্গল শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা।

—গোপালকৃষ্ণ গোখেল।

The people's Government, made for the people, made by the people, and answerable to the people.

—Daniel Webster.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমরা চাই এমন এক শাসনতন্ত্র, যা জাতির নিজস্ব, যা জাতির জন্য সৃষ্ট, যা জাতির দ্বারা সৃষ্ট,—যা জাতির কাছে দায়ী।

আমাদের স্বরাজ বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোনো জাতিকে সে বিদ্বেষ করে না, আইন-প্রতিষ্ঠিত ভারত সরকারের বিরুদ্ধেও তার কোনো বিদ্বেষ নাই।

আমলাতন্ত্র আছে—আমরা চাই গণতন্ত্র।

বিদেশী শাসন আছে—আমরা চাই স্বায়ত্তশাসন।

পরাধীনতা আছে—আমরা চাই স্বাধীনতা।

—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখি, সে রাজ্যে সকলে মুক্ত;—ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও মুক্ত;—মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত, এবং অর্থের বন্ধন হইতেও মুক্ত।

—সুভাষচন্দ্র বসু।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ পত্র

To put an end to the slavery of men and an end to the night for children—in voting for the republic, I voted for all this ; I voted for fraternity, concord, the dawn. I aided in the overthrow of errors and prejudices and such an overthrow produces light. We hurled down the old world ;—that vessel of wretchedness became an urn of joy.

—Victor Hugo.

আমি গণতন্ত্র চেয়েছি—মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, শিশুদের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে।

আমি গণতন্ত্র চেয়েছি ভ্রাতৃত্বের জন্য, মিলনের জন্য, নবজীবনের জন্য ; ভ্রান্তি দূরে যাবে, বিদ্বেষ দূরে যাবে, আলোকে চতুর্দ্দিক দীপ্ত হ'য়ে উঠবে।

অন্যায়-অধিষ্ঠিত পুরাতন—যা ছিল জীর্ণ ঘটের মতো মলিন—তা হ'য়ে উঠবে আনন্দের আলোকে উজ্জ্বল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীতা

আমি চাই ভারত তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হ'ক, জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে বিকশিত হ'য়ে উঠুক।

আমি চাই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, অব্যাহত স্বাধীনতা! স্বাধীন দুনিয়ায় সে শির উন্নত করে দাঁড়াক্।

আমি চাই ভারত পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তার নিজের এবং বিশ্বের মহাকল্যাণ সাধন করুক।

—সুভাষচন্দ্র বসু।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

উদ্বোধন

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীকৃত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে! দুই নেত্র করি অন্ধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,

আচারে বিচারে বাধা করি দিবা চূর,
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ। সমস্ত তিমির
ভেদ করি' দেখিতে হইবে উর্দ্ধশির
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে!
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে—
"ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত,
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদেরই মত।"

—রবীন্দ্রনাথ।

Be bold, be bold, and everywhere be bold.

—Spenser.

সাহসী হও, সাহসী হও,—সর্ব্বত্র সাহসী হও।

উদ্বুদ্ধ যৌবন আজ শুধু যে কাজ করবে তা নয়, সে স্বপ্নও দেখবে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সে শুধু অতীত পুরাতনের ধ্বংসই করবে না।—নবজীবনের সৃষ্টিও করবে।

আর সবাই যা পারে নি, যৌবন আজ তাই করবে; নবীন ভারতের, স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা করবে।

—সুভাষচন্দ্র বসু।

I should like to see some of you becoming great; great not for your own sake, but to make India great—so that she may stand up with head erect among the free nations of the world.

—Sri Aurobindo.

আমি চাই তোমরা অনেকে বড় হও—নিজের জন্য নয়—ভারতমাতাকে বড় করবার উদ্দেশ্যে, যেন ভারত মুক্ত জাতিসঙ্ঘের মধ্যে শির উন্নত ক'রে দাঁড়াতে পারে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মিউইয়র্কে দেখিতাম, আইরিশ উপনিবেশবাসী আসিতেছে—ইংরাজপদনিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব, মহাচ্ছরিত্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটী ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি; তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ'মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চল্‌ছে, তার বেশভূষা বদ্‌লে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে ভয়-ভয় ভাব নাই। আমার বেদান্ত বল্‌ছেন যে, ঐ আইরিশম্যান্‌কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বল্‌ছিল, "Pat, আর তোর আশা নাই, তুই জন্মিছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম।"—আজন্ম শুনিতে শুনিতে Patএর তাই বিশ্বাস হ'ল, নিজেকে Pat হিপনটাইজ্ কর্‌লে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নাবিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠ্‌ল, "Pat তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ সব কর্ত্তে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।" Pat ঘাড় তুল্লে, দেখ্‌লে ঠিক কথাই ত, ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌লেন, প্রকৃতি যেন বল্‌লেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।'

—বিবেকানন্দ।

মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গত রাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব হইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে তোমাদিগকে জীবজন্তুর পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তি ক্ষয় হইতে সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সরিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিক্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক, এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

—বিবেকানন্দ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দেশের কথা

উদয়গিরি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রাস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে

যোজনের উপর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন বিস্তৃতা পীতম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ; সরল সুপত্র, শোভাময়। মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা নীলপীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে! তা থাক; চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর প্রস্তরমূর্ত্তিসকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত চেলাঞ্চল-প্রবদ্ধ-সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমপূর্ণ সৌভাগ্য-সূচিতাধরা, চীনাম্বরা, ভয়লিতবস্ত্রহারা, পীবরযৌবন-ভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখর দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক; এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিন্ধ্যতীরে গিরিশরীর মধ্যে হস্তিগুম্ফ নামে এক গুহা ছিল। 'গুহা' বলিয়া আবার 'ছিল' বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়; গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ-সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভ, প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই-চারিটা আছে। কিন্তু হাত পড়িয়াছে, রং জলিয়া দিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলিও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে।

—বঙ্কিমচন্দ্র।

স্বরাজ গীত।

আমার চিত্তপটের উপর বাঙ্গালার মধুর ছবি মধুময় স্বপ্নের মত ভাসমান। বাঙ্গালার এই শ্যামল ক্ষেত্র, বাঙ্গালার এই ধূসর নদী, বাঙ্গালার এই নীল নির্ম্মল আকাশ, এই দীপ্ত রৌদ্র, এই স্নিগ্ধ মলয়-পবনহিল্লোল, এই কোকিলের ঝঙ্কার, বাঙ্গালার মাঝির এই গান; এর পবনে সুগন্ধ, নিস্বনে সঙ্গীত, বৃক্ষে অমৃত, নির্ঝরে জননীর স্তনধার, গগনে দেবতার আশীর্ব্বাদ, এর কৃষকের ধান্যভরা প্রাঙ্গন, সতীর মুখভরা হাসি, মাতার বুকভরা স্নেহ,—এ কি ভোলা যায়?

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

আমি কেন দিবস গণিব? গণিব—আমার এক ছেলে, এক সন্তান, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়,

শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কই? যাহা চাই—তাহা মিলাইল কই? মনুষত্ব মিলিল কই? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়, সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না!

—বঙ্কিমচন্দ্র।

পথের কাঁটা

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'
ঝড়ের মতন, বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা যেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে,
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

—রবীন্দ্রনাথ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ প্রশ্নকে ঠেকান যায় না—'খাজনা দেবে কিসে'? শ্মশান থেকে মশান থেকে বোড়ো হাওয়ায় হাত করে তার উত্তর আসে—আক্র দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান্ দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্ত্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই; ভূত হ'য়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো একটা মানুষ—যারা দিনের বেলায় নায়েবের ভয়ে কথা কয় না—তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় ক'রে বলে "কর্ত্তা এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।"

কর্ত্তা বলেন—"ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই। তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে—'ভয় করে যে কর্ত্তা।'

কর্ত্তা বলেন—'সেইখানেই ত ভূত!'

—রবীন্দ্রনাথ।

আসল কথা হ'চ্ছে এই যে অধিকাংশ লোকই কর্ত্তার দাস।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যেহেতু কর্ত্তা বৃদ্ধ, পুরাতন, অচিন্ত্য, অতএব তাঁর নির্দ্দেশ বেদবাক্য। আর কর্ত্তা যদি মারা গিয়ে থাকেন, আর তার পর অনেক কাল কেটে গিয়ে থাকে,—তাহ'লে তো কথাই নেই। তিনি দেবতার সামিল। কর্ত্তার মতন অমন মহৎ, অমন জ্ঞানী লোক আর কোন দেশে কোন জাতিতে নেই, থাকতে পারে না—এই হচ্চে এদের ধারণা। কে যেন এদের মগজে এই ধারণাটা বদ্ধমূল ক'রে ঢুকিয়ে দিয়েছে যে এম্‌নি মনে করাই হচ্চে স্বদেশপ্রীতি। তারা শৈশবেও এই শুনেছে, বইতেও এই পড়েছে।

—ইন্দার সোন্

Master, I marvel how the fishes live
in the sea.
Why as men do a-land ; the great ones
eat up the little ones.

—Shakespeare

কর্ত্তা! আমি ভেবে ভেবে অবাক্ হই, মাছেরা কি ক'রে থাকে বলে!

কেন্ত! মানুষেরই মতো।—ছোটরা বড়দের পেটে যায়।

মহাপুরুষদিগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথেরও গৌরব আছে, গুরুপরম্পরাগত জ্ঞানেরও বিশেষ সহায়তা আছে, জ্ঞানে সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বও একটি অনন্ত সত্য। কিন্তু বোধহয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অতিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদানে করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্য্য স্মরণেই কালাতিপাত করে, ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ভক্তিপ্রবণ হৃদয় সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বপুরুষদিগের পদে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া যায়, এবং পরবর্ত্তী কালে ঐ দুর্ব্বলতাই শক্তিহীন গর্ব্বিত হৃদয়কে পূর্ব্ব-পুরুষদিগের গৌরব রূপ জীবনাধার মাত্র অবলম্বন করিতে শিখায়।

—বিবেকানন্দ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে—
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথপরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণে না সরে।

—রবীন্দ্রনাথ।

জাতি এখন পচ ছে। এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা—জীবনের লক্ষণ নয়। জাতির প্রাণে যে ধর্ম্ম, তা মৌলিক আচারগত মাত্র—এসব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার—এসব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে ; কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এ জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা বিজাতিবিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার—অতি উদার হিন্দুধর্ম—আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ম'রে গেল, তা দেখ্‌বার কেউ অবসর পায় না।

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্ব্বল,
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল
মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্ব্বল, সবল, সে কি ভাবিবে?

—প্রজ্ঞানন্দ।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, বুঝি কোনও ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তাহাতে এও প্রশংসা করিল। হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহা নিন্দা করে তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য! ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

—বিবেকানন্দ।

দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধূয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্ম্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই, কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ করে, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থ, প্রতিভা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চর্ব্বিতচর্ব্বণে এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম কীর্ত্তনে, সে দেশ অমাগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহু দূর। ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব ; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। অতএব হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না এবং বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে আ-সাধারণ—সকলে—তাহাদের পিতৃধন সর্ব্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব্বদার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে ! যাহা বীর্য্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে ? 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' এই বেদবাণী কি মিথ্যা ?

ভাই ভাই

কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে। কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।

—বিবেকানন্দ।

ভাই ভাই

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বরাভ গীতা

যাঁর অভিষেকে এস এস ত্বরা

মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,

সবার পরশে পবিত্র করা

তীর্থনীরে,

আজি ভারতের মহামানবের

সাগরতীরে।

—রবীন্দ্রনাথ।

I much would believe that Providence had sent a few men into the world ready-booted and spurred to ride and thousands ready-saddled and briddled to be ridden.

—Rumbold

একথা আমি কখনো বিশ্বাস করতে পারি না যে বিধাতা মুষ্টিমেয় একদল লোককে পাঠিয়েছেন বুটপায়ে, চাবুক হাতে, আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোককে পাঠিয়েছেন তাদের চাবুক খেতে, তাদের বহন করতে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমি কেবল দুইটি জাতি মানি। আমার বিশ্বাস কোনো মানুষেরই একটা সুনির্দ্দিষ্ট জাতি নাই। জাতি আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের—মস্তিষ্কের। যে আধারে ইহা বাস করে, সেই আধারটাই উঁচু জাতের। নইলে ব্রাহ্মণই বা কি আর ছুলে-বাগ্দীই বা কি,—ওইগুলা না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকায় লেখাগুলাই কোনো মানুষকে কোনো দিন উচ্চ পদ দিতে পারিবে না।

—শরৎচন্দ্র

আজ স্বাধীনতার জয়যাত্রা। এ পুণ্যলগনে আর কোন দল, কোনো বর্ণ-বৈষম্য নেই, কোন জাতিগর্ব্ব নেই, কোন অত্যাচার মানুষকে অস্পৃশ্য ক'রে রাখতে পারবে না।।

অস্পৃশ্য আজ ব্রাহ্মণের পাশে এসে দাঁড়াবে—তার সমান হ'বে, তার সহযাত্রী হবে।

—সরোজিনী নাইডু

এখন যে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র, এই যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দুমুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মিশিয়া করিতে হইবে—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অভিমান এই কার্য্যের অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। যাহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালার চারি কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে চারি কোটি, যাহারা দেশের সার বস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া যাচা কষণ করিয়া আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে, যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সযত্নে রাখিয়াছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালার ধর্ম্মকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহারা আজিও তন্মচিত্তে সরলপ্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্য বাঙ্গালী আজিও বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গালার মাটী ও বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হইয়া বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহাদের আমরা বিলাতী শিক্ষার মোহে আইন-আদালতের প্রভাবে, জমীদারের যাজনা ন্যায্য ভাবে কি অন্যায় করিয়া বাড়াইয়া শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট

করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গালাদেশের একাধারে রক্তমাংসপ্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড় ? কোন্ সাহসে কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না ? কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই ? এত অহঙ্কার কিসের ? এত দাম্ভিকতা কেন ? আমরা, যাহারা হিন্দু চীৎকার করি, আস্ফালন করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্ম্মের যে মর্ম্মস্থান, সেখানে ছুরিকা আঘাত করিতেছি ! এমনই আমাদের মোহ, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না ? বুঝিয়াও বুঝিব না। বর্ণাভিমান লইয়া কি এমনি করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইব ? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান ! সাবধান ! উঠ ! জাগ ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জ্জন কর। ঐ যে বাঙ্গালার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গালার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া, দিবা অবসানে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে, বাঙ্গলার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ! অহঙ্কারী, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ! অবিশ্বাসী, তোমার প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ ! আততায়ী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীত

তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক ডাক, সবাইকে ডাক, প্রাণের ডাক ডাকিলে কি কেহ না আসিয়া থাকিতে পারে? উঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও। বল, এস ভাই তুমি মুসলমান হও, খৃষ্টান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি, এ যে আমার কাজ, এ যে তোমার কাজ, এ যে মায়ের কাজ। একবার তবে ডাকার মত ডাক; দেখিবে, সকলেই আসিবে, দেখিবে সকল কার্য্যই সার্থক হইবে। আমি আবার বলি উঠ, জাগ, ডাক। আপনার কল্যাণকে জাগাও। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

জাতির আদিম অর্থ ছিল—এবং সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থ প্রচলিত ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। এমন কি খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই। আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হয় নাই। ভারতের পতন হইল কখন? যখন এই জাতি বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

—০—

It is no sin for a man to labour for his vocation. —Shakespeare

প্রত্যেক মানুষেরই একটা জীবিকার বৃত্তি আছে,—কোন বৃত্তি অবলম্বন করায় পাপ নেই।

—০—

আধুনিক জাতিভেদ প্রকৃত জাতিভেদ নহে, উহা প্রকৃত জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

—বিবেকানন্দ।

—০—

এদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার উদ্দেশ্য লইয়া মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। "আমরা ভারতবর্ষে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিব,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমাদের বংশধরগণ ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিবে এবং ইহাকে শ্রীসম্পৎশালিনী করিবে"—ইহাই ছিল তাহাদের ভারতে আসিবার কারণ। তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতে পৃথক থাকিবে? অতীতের ইতিহাস অন্বেষণ কর—কোথাও কি দেখিতে পাও হিন্দু মুসলমান পৃথক ছিল? এই দেশে আসিয়াই তাহারা ভারতমাতাকে জননী বলিয়া সম্বোধন করিল এবং প্রাণে প্রাণে স্বীকার ও অনুভব করিল—হিন্দু হইতে তাহারা পৃথক নহে; ভারতমাতার রক্ত যেমনই হিন্দুর, তেমনই তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত।

—সরোজিনী নাইডু।

মাত্র এক লক্ষ প্রবাসী যথেচ্ছ হুকুম করিবে, আর ত্রিশ কোটি লোকের দ্বারা গঠিত একটা বিরাট জাতি সেই হুকুম নির্ব্বিরোধে তামিল করিবে, শাসক এবং শাসিতের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মনুষ্যত্ব হীনতা আর কি হইতে পারে? আর তাহারা যে এই প্রকার হুকুম চালায়, কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল? ইহার

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কারণ—আমাদের মধ্যে একতা নাই। 'ইংরেজ শাসন ভেদনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত'—হিউমের এই সরল স্বীকারোক্তি আমি কখন বিস্মৃত হই নাই; এবং সেই জন্যই হিন্দু মুসলমানের একতাকে অসহযোগ আন্দোলনে সাফল্য লাভের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা বারংবার ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু এই ঐক্য যৌখিক বা স্বার্থপ্রণোদিত না হইয়া যেন হৃদয়ের গভীর ও অকৃত্রিম ভালবাসার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

—মহাত্মা গান্ধী।

আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে, হিন্দু ও ইস্‌লামধর্ম্মরূপ, এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা। আমার মাতৃভূমি যেন ইস্‌লামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।

—বিবেকানন্দ!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমরা ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করি, যদি হিন্দু কিম্বা মুসলমান পৃথকভাবে, একজন অপরের সাহায্য না নিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা যে শুধু অকৃতকার্য্য হইবে তাহা নহে, এমন ভাবে অকৃতকার্য্য হইবে যে আর মুখ দেখাইবার সুবিধা থাকিবে না। সেই জন্য উভয় জাতিকেই অতি সন্তর্পণের সহিত কার্য্য করিতে হইবে; বর্ত্তমান ভারতের দৃষ্টান্ত-স্থল জগতের পুরাতন কিম্বা আধুনিক ইতিহাসে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লোকে বলে ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ভারতের অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে হয়, কখনই তাহা হয় না। কিন্তু ইউরোপের বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌গণ এবং বিশ্বপ্রেমিকগণ যদি মনে করেন, যে এই জাতিগত ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা এবং স্বার্থপরতা সত্ত্বেও ইউরোপ হইতে যুদ্ধ লোপ হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের মধ্যে যে বিভিন্ন জাতিগত ভেদ বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে না, ইহাই বা বিশ্বাস করি কি প্রকারে?

একটী পাখীর দুইটী ডানার ন্যায় হিন্দু ও মুসলমান আমরা একযোগে সাট্ মারিয়া আকাশে অত্যুচ্চ সীমায় উড়িয়া যাইতে পারি। হঠাৎ যদি সেই পাখীর একটি

তালা কাটা যায়, অপরটার সাহায্যে সে যেমন উড়িতে পারে না, সেইরূপ হিন্দু মুসলমান ব্যতিরেকে এবং মুসলমান হিন্দুর বিনা সাহায্যে কিছুতেই কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অতএব আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের স্থায়ী স্বার্থের দিক হইতেই একযোগে কর্ম্ম করিতে হইবে। একমাত্র স্বার্থত্যাগ ও অধ্যবসায় দ্বারা এই ঐক্য লাভ হইতে পারে [illegible]

এই একতা একদিন আসিবে, ভেদ তিরোহিত জাতিতে জাতিতে পরস্পর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।

—দেশপ্রাণ মৌলানা মহম্মদ আলি।

আহা দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে নারে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাস এক দিন কার্য্য বন্ধ কর্‌লে সহরে হাহাকার রব উঠে—হায়! তাহাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখনা—হিন্দুদের সমানুভূতি না পেয়ে—মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া ক্রিশ্চিয়ান হয়ে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়—আমাদের সহানুভূতি পায় না ব'লে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বল্‌ছি—'ছুস্‌নে ছুস্‌নে'। দেশে কি আর দয়া ধর্ম্ম আছেরে বাপ! কেবল ছুৎমার্গীর দল। অমন আচারের মুখে মার্ ঝাঁটা—মার লাথি। ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই, 'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস্' ব'লে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠ্‌লে মা জাগবেন না। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোনও দেশ কোন কালে কোথায় উঠেছে, দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গ সবল থাক্‌লেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ হবে না, ইহা নিশ্চিত জানবি।

—বিবেকানন্দ।

যাহারা আমাদের ভাই, আমরা তাহাদিগকে নীচে চাপিয়া রাখিয়াছি, সুতরাং আমরা নিজেরাও নীচ হইয়া পড়িয়াছি। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা যে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজ চণ্ডালের মত অস্পৃশ্য, ইহা ন্যায় দণ্ডধারী বিধাতার ন্যায্য বিচারের ফল। ইংরেজকে তাহার রক্তকলঙ্কিত হস্ত ধৌত করিতে বলিবার পূর্ব্বে, আমরা কি নিজেদের হস্তের রক্ত ধৌত করিব না।

এই যে অস্পৃশ্যতা মহাপাপ, এই যে উদার হিন্দুধর্ম্মের শুভ্র ললাটে কলঙ্কলেপ—ইহা কিপ্রকারে মুছিয়া ফেলিবে? অন্যের নিকটে তুমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর। অবহেলা ও অশ্রদ্ধার ভাব লইয়া তাহাদের জন্য দুই চারিটা বিদ্যালয় খোলা, ছিঃ ছিঃ। তাহারা হীন আমরা বড়, এই ভাব যেন মনে কিছুতেই স্থান না পায়। তাহারা আমাদের ভাই, একই রক্তে আমাদের জন্ম—এই ভাবে আমরা তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিব। যে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে এতদিন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছি, তাহা এখন ফিরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে, ইহা না করিলে কিছুতেই চলিবে না। অস্পৃশ্যতা শাস্ত্রদ্বারা অনুমোদিত নহে, ইহা শয়তানের কারসাজি। শয়তান সব সময়েই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আসিতেছে। কিন্তু শাস্ত্র সত্য ও বিচার-বুদ্ধিকে কখনই অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিবেক ও বিচারবুদ্ধির অনুসরণ করিয়াই সত্য লাভ করিব—ইহাই শাস্ত্রের লক্ষ্য।

—মহাত্মা গান্ধী

তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হ'চ্ছ দশ হাজার বছরের মমি। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি, মেথরের চুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম। অতীতের কঙ্কালচয়, এই সাম্‌নে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি—ফেলে দাও। আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হ'য়ে, অদৃশ্য হ'য়ে যাও, কেবল কাণ খাড়া রেখো, তোমার বাই বিলীন হওয়া, অমনি শুন্‌বে কোটিজীমূতস্পন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভারতের উদ্বোধন "ওয়াহ্‌ গুরু কি ফতে!"

—বিবেকানন্দ

আমি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস করি। আমি বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশ্বাসী, কিন্তু এক্ষণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিলে সাধারণ লোক মোটামুটি যাহা বুঝে, সেরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস নাই। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ ব্যাখ্যা মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। সে ব্যাখ্যা যদি আমার বিবেক ও নীতি অনুযায়ী না হয়, তাহা হইলে যত বড় পণ্ডিতের ব্যাখ্যা কেন হউক না,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি। বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যগণের বা শাস্ত্রীদিগের হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিবার সামর্থ্য আছে, এরূপ যদি কেহ বলেন, সে কথা আমি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করি। অহিংসা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় যিনি সিদ্ধ হন নাই ও যিনি ধনার্জ্জনে বিরত হন নাই, তিনি এই সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ইহাও আমার ধ্রুব বিশ্বাস। আমি গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি, কিন্তু এ যুগে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন সদাচারী গুরু যেরূপ দুর্ল্লভ, তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোককে বিনা গুরুতেই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে।

ভিন্ন জাতীয় লোকের সহিত আহারাদি করায় বা তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করায় কাহারও জাতি যায়, আমি এরূপ বিশ্বাস করি না। চতুর্ব্বর্ণ দ্বারা মানুষের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। কিন্তু সে জন্য এক জনকে ছোট করা বা একজনকে বড় করা, হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে।

বড়ই দুঃখের বিষয় এখন আহার ও পান বিষয়ে কঠোর নিয়মেই হিন্দুধর্ম্ম নিবদ্ধ। আমি এক মুসলমানের গৃহে খাইয়াছিলাম এবং মুসলমানের স্পৃষ্ট পেয়ালায় স্বহস্তে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দুধ পান করিয়াছিলাম দেখিয়া, এক হিন্দু বড় ভীত, চমকিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন।

এই হিন্দুধর্ম অনুসারে সকলে আপন আপন বিশ্বাসানুসারে ঈশ্বরারাধনা করিতে পারে, সুতরাং এ ধর্মে কেহই অস্পৃশ্য নহে। আমার মনে হয় ইহা হিন্দুধর্মের একটা আবর্জনা মাত্র।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে আমি প্রথম স্থান দিয়াছি। কেন না এসম্বন্ধে একটু ঔদাস্য লক্ষ্য করিতেছি। স্বরাজ কি একটা নিতান্তই অর্থশূন্য শব্দ হইয়া দাঁড়াইবে না, যদি ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোককে চিরকালের জন্য দাবাইয়া রাখি এবং ভারতের সাধনা ও সম্পদ হইতে বঞ্চিত করি? এই আত্মশুদ্ধির আন্দোলনে আমরা ভগবানের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি, অথচ তাহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাহারা সকলের চেয়ে বেশী দয়ার পাত্র, তাহাদিগকে দয়া করিতে কুণ্ঠিত হব? নিজেরা নিষ্ঠুর হইয়া কোন্ সাহসে অপরের নিষ্ঠুরতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইবে?

—মহাত্মা গান্ধী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীতা

আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেচি। তাব্‌ যে খাটো এটা কোন তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেচি। এমনি হয়েছে যে যাকে ছোট করেছি সে নিজে হাত জোড় করে বল্‌চে 'আমি ছোট'। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়র সমতুল কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে তাব্‌াই সব চেয়ে বেশী আপত্তি করে।

—রবীন্দ্রনাথ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শিক্ষা

—বাঘের বাচ্চারে
বাঘ না করিনু যদি, কি শিখানু তারে ?

—রবীন্দ্রনাথ

নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা ;
তব আশ্রমে, তোমার চরণে
হে ভারত, লব শিক্ষা।

পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন.
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।

নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা ॥

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।

না থাকে নগর, আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র।

তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে',
কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র।

হে তাপস, তব পর্ণকুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
দিয়েছি, পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে তুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা।

কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
কপিছ মম অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি, পেয়েছি লজ্জা।

সে সকল সাজ ত্যেজিব আজ,
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।

তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম,
লইব তুলিয়া সকল তুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।

তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা।

—রবীন্দ্রনাথ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পাখীটা মরিল কোন্ কালে যে কেষ্ট'ত ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল—'পাখী মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'অগিনা, একি শুনি?'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন—'ওকি আর লাফায়?'

ভাগিনা বলিল—'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখীটাকে আনত দেখি।'

পাখী আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না; কেবল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীতা

তার পেটের মধ্যে পুঁথির ভাবনো পাতা খস্ খস্ গজ গজ করিতে লাগিল।

—রবীন্দ্রনাথ

বর্ত্তমানে তোমাদের যে স্কুল কলেজ আছে, সেগুলি কয়েদখানা মাত্র। চারিদিকের দরজাজানালা বন্ধ;- জাতীয় জীবনের সাড়া সেখানে পৌঁছায় না, জাতির প্রাণের আলো সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। জীবনের সঙ্গে তোমাদের শিক্ষার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। তোমাদের এই শিক্ষায়তনে কত বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়, কেবলমাত্র যে বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সেইটি বাদে—সে বিষয়টি 'ভারতবর্ষ'।

—অধ্যাপক ভাস্বানী।

আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ—শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষের জন্য শিক্ষা-

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিস্তার। লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান না হয়, তবে জগতের যত ঐশ্বর্য্য আছে সব ঢাল্‌লেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য কর্‌তে পারা যায় না।

—বিবেকানন্দ

যত দিন যাইতে লাগিল আমি ততই বুঝিতে লাগিলাম যে এই শিক্ষা শুধু দাসত্বের আবহাওয়া সৃষ্টি করে—সে হাওয়ায় স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয় না—সে হাওয়ায় মন চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে, স্বজাতীয় শিক্ষা দীক্ষা বিস্মৃত হইয়া বিজাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এই দাসত্বের আবহাওয়ার গুরু চাপে আত্মা কিরূপ হীন ও ভারাক্রান্ত হইতে থাকে, আমি ধীরে ধীরে তাহা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম, কেমন করিয়া ছাত্রগণ—যাহাদের মুখমণ্ডল এককালে আশার আলোকে উজ্জ্বল ও বুদ্ধির প্রভায় দীপ্ত ছিল—সেই ছাত্রগণ প্রাণহীন ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের কার্য্যকারিণী শক্তি ও আত্মনির্ভরতা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অতীতের গভীর অন্ধকারের মধ্যে যখন এই ভারতবর্ষ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়াছিল—সেই প্রাচীন গৌরবের দিনে ভারতের প্রকৃত জীবন্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইত—প্রকৃতি-মাতার স্বহস্তনির্ম্মিত অরণ্য আশ্রমে ঘনপত্রবিশিষ্ট তরুতলে কিম্বা মৃন্ময় প্রাচীরবেষ্টিত পর্ণকুটীরে; বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাবপত্রপরিপূর্ণ বিরাটকায় কদাকার হর্ম্ম্যমধ্যে নহে! বাহিরে দারিদ্র্যের সর্ব্ববিধ চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। কিন্তু সেই আড়ম্বরবিহীন দীন আশ্রম কুটীরে যে গভীর তত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি সমগ্র মনুষ্যজাতির বিস্ময়স্থল হইয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনাড়ম্বর জীবনের যে আদর্শ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি আবার সেই আদর্শকে জাগ্রত করিতে হইবে। যদি আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে বাসনা করি, তাহা হইলে আবার সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সেই দারিদ্র্য, পবিত্রতা ও ত্যাগের আদর্শ ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

—ভারতবন্ধু এণ্ড্রুজ

শিক্ষা

আমাদের বালকগণের শিক্ষায় কোনরূপ অবহেলা করা না হয়, ইহা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। কিন্তু আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই যে তাহারা যেন পবিত্র হস্ত হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে। ইহা কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা স্বাধীনতার আব-হাওয়ার মধ্যে তাহাদের শিক্ষালাভ করিবে! ইহা কি বাঞ্ছনীয় নহে যে পর্ণকুটীরেই হউক আর বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াই হউক, তাহারা যেন এমন শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করিতে পারে যাঁহারা নিজেদের জীবনে স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই ছাত্রদের অন্তরেও স্বাধীনতার ভাব উদ্দীপিত করিতে পারিবেন? আমাদের এই প্রিয়াৎ প্রিয় মাতৃভূমির অদৃষ্টসূত্র আমাদের হস্তে নহে—আমাদের বংশধরদের হস্তে বিধৃত। যে দাসত্বের অভিশাপে আমাদের বুকে হাটিতে হইয়াছে, সে অভিশাপ যাহাতে আমাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

—মহাত্মা গান্ধী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এই দেশের এক তিল-জমিও আমাদের নয়, সবই, এমন কি আমাদের শরীরও সরকারের সম্পত্তি। সময়ে সময়ে এমন সন্দেহও হয়, আমাদের আত্মাও বুঝি আমাদের নয়। এই নিরাশ দুর্দ্দশার মধ্যে কেমন করিয়া বড় বড় ইমারৎ, আর বড় বড় পণ্ডিতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব? যিনি আমাকে প্রাণে প্রাণে এই কথা বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, আমরা আমাদের আত্মা হারাইয়াছি, শৌর্য্য, বীর্য্য, শ্রী, সম্পদ্—সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি—এমন ব্যক্তিকে—শ্রেণী বিশেষকে তাহার নাই বা থাকিল—এমন ব্যক্তিকে আমি সানন্দে অধ্যক্ষপদে বরণ করিতে প্রস্তুত।

অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণকে কেবলমাত্র একটি নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। তাঁহারা আপনাদের নির্ম্মল চরিত্রের দ্বারা স্বাধীনতার শিক্ষা দিবেন—বাক্যচ্ছটা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা নহে; যে স্বাধীনতার বীজ কালক্রমে ফলেপুষ্পে সুশোভিত মহান্ 'স্বরাজ'-বৃক্ষে পরিণত হইবে, শিক্ষার্থীর হৃদয়ে তাহা সযত্নে বপন করিতে হইবে।

—মহাত্মা গান্ধী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শিক্ষা

আমাদের শিক্ষকদের আজ আর অন্ধ হ'য়ে ব'সে থাকলে চল্‌বে না। দেশে এবং বিদেশে আজ যে জাতীয়তার মহাপ্লাবন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে চল্‌বে না।

—তক্ষশীলা ফুকন

Teach him how to live.

But oh! still harder lesson, how is die.

—Pope

শিক্ষা দাও, কেমন করে বাঁচতে চাও। শিক্ষা দাও তার চেয়েও শুক্ষ জিনিষ—কেমন করে মরতে হয়।

প্রজারা যত মূর্খ থাকিবে কর্ত্তাদের শক্তি ততই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর কর্ত্তারাও ইহা বেশ জানেন। কাজেই যাহাতে প্রজার চক্ষের ঠুলি কিছুতেই না খোলে কর্ত্তারা সেই চেষ্টাই করেন। এদিকে দেখান হয় যেন প্রজাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য তাহারা কতই

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যত্ন করিতেছেন। কর্ত্তারা যাহাতে এরূপ বুঝিতে না পারেন তাহার উপায় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিদ্যা-মন্দিরের ছদ্ম নামে কতগুলি ইনিভারসিটি, স্কুল কলেজ ইত্যাদি নিজেদের শাসনাধীনে পরিচালিত করিয়া কর্ত্তারা সেখানে তাহাদের মতলব সিদ্ধ করিতেছেন।

—টলষ্টয়

একবার চোখ খুলে দেখ্ বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা—অন্নের সংস্থান কর—চাকরী জুটী করে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায় নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজো-গুণ-তৎপর হতে দিই। কেবল যে তোর শাস্ত্র মাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নবস্ত্র সংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবৎ পড়ে শুনাস

—বিবেকানন্দ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে নাই ; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

তোদের দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হচ্ছিস্, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত কত্তে তোরা কি কচ্ছিস্ ? পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ কত্তে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়, তাই কত্তে হবে। এইসকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ কত্তে পারবে।

যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন্ তাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine করে তুলেছিস্!

এই সীতাসাবিত্রীর দেশ পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও ত তেমন দেখ্‌লুম না। একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা বিনয় প্রভৃতি দেখে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চল্ ছুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা তাদের উন্নতি কত্তে পার্‌লিনে!

—বিবেকানন্দ

রাজনীতি

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

ঐক্যাগিনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা,
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।

প্রজাপীড়কমুত্তানসমুদ্ভূতো হুতাশনঃ
রাজ্ঞঃ কুলং শিরঃ প্রাণান্ নাদগ্ধা বিনিবর্ত্ততে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তা'রা যে করে হেলা মারে ঠেলা,
ভিক্ষাবুলি দেখ্‌তে পেলে।
করেছি মাথা নীচু,
চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ?

—রবীন্দ্রনাথ

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, একখানি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুণ্ণমনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমলধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া গিয়াছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

ঘাড়মোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক পা অগ্রসর হইল, এক একবার কলুর পুত্রের অল্পপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেনপ্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ করিলাম. দেখিলাম এইত পলিটিক্স্—এই কুক্কুরত্ব পলিটিস্থন। তখন মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখ পানে চাহিয়া, হা হা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল. তাহার পলিটিকেল এজিটেসন সফল হইল; কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া কুক্কুরের দিকে ফিরিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহসহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন ও হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টক সম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিস্থনের মনে

হইল যে, আর একখানা কাটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিশন আবার বালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোররবে অন্ন ভোজন করিতেছে—কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটী bold move অবলম্বন করিল। জাত পলিটিশন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন; আর একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বলিতেছেন, "হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই।" তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নেই—এক মুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্‌সী বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুক্কুর সেই সুখে অন্ন মুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুক্কুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে দেখিয়া কলুপত্নী রোষকষায়িতলোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

রাজনীতিজ্ঞ তখন আহৃত হইয়া সাদুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাজসাধিনী আলাপচারি করিতে করিতে দ্রুত বেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ কীণজীবী কুক্কুর আপন উদর পূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কম্বুগ্রীবের সেই ঘোল বিচালিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ, বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া কম্বুগ্রীবী এই সুযোগ দেখিতে পাইয়া এক খণ্ড লইয়া বৃষকে গোডাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন।

কিন্তু ডাগ্গাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিলনা এবং কম্বুগ্রীবী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাব প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কম্বুগ্রীবী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশ মতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে এও পলিটিকস। দুই রকমের

রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগরাগিণী আলাপচারি করিতে করিতে দ্রুত বেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদর পূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোল বিচালিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ, বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশ খণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন।

কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিলনা এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাব প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশ মতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে এও পলিটিকস। দুই রকমের

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অনিচ্ছুককে জুলুম ক'রে কোন-কিছু করতে বাধ্য করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে তার নিজস্ব মত অপরিবর্তিতই থাকে।

Who would force a soul, tilts
with a straw
Against a champion
cased in adamant.
—Wordsworth

আত্মার উপর যে বল প্রয়োগ করতে চায় সে এক টুকরো খড় দিয়ে পাথরের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

Force is not a remedy. —Bright

জোর ক'রে কণ্ঠরোধ করাকে প্রতিকার বলা চলে না।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দৈববাণী

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে ॥

—"যখন যখন ঘটে ভারত, ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি ।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন ।
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ ।"

— ভগবদ্বাণী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভারতীয় জাতি নষ্ট হইবার নহে। উহা মৃত্যুকে উপহাস করিয়া নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে এবং ততদিন থাকিবে, যতদিন উহার জাতীয় ভিত্তিস্বরূপ ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যতদিন না ভারতের লোক ধর্মকে ছাড়িয়া বিষয়সুখে উন্মত্ত হইবে, যতদিন না তাহারা ভারতের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিবে।

—বিবেকানন্দ

তোরা ভরসা না ছাড়িস্ কভু,
জেগে আছেন জগৎপ্রভু,
ওরা ধর্ম যতই দলবে,
ততই ধূলায় ধ্বজা লুটবে
—তখের ধূলায় ধ্বজা লুটবে।

—রবীন্দ্রনাথ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়রে
ওহে বীর হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ, চির প্রাণ
জয়ীরে আনন্দ গান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ময়রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয়রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক
হোক অভ্যুদয়রে।

—রবীন্দ্রনাথ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সত্যপণ

আয় আজি আয় মরিবি কে !
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান,
ছুটিছে ঊর্ম্মি পরশি বিমান,
সাহসেতে ভর করি, সে সাগর
হাসি মুখে তোরা তরিবি কে ?
হউক ভয় জলধি মগ্ন
তবু তরী বাহি মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে !
চরণের তলে দলি রিপুগণ,
লভিত নির্ব্বাণে অমর জীবন,
তাদেরি অংশে, তাদেরি বংশে জনম,
সে কথা স্মরিবি কে ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব পুণ্য,
আর্য্যের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে !

মাতি সৌরভে যশোগৌরবে
অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে !

—বিজয় মজুমদার

সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অনন্ত-ভবনীয় নিস্তব্ধতার মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?" শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল ; তখন কে বলিবে যে এ-অরণ্য মধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল ? কিছু কাল পরে আবার শব্দ হইল ; আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না ?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি ?"

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।" প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। আর কি আছে? আর কি দিবে?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি!"

—বঙ্কিমচন্দ্র

আমি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করিব না। আমি একমাত্র ভগবানকে ভয় করিব। আমি কাহাকেও শত্রু মনে করিব না, আমি কাহারও অবিচার সহ্য করিব না। আমি মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করিব এবং মিথ্যাকে দমন করিতে আমি সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিব।

—মহাত্মা গান্ধী

প্রত্যেক ভারতবাসীর এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—"জীবন দিতে হয় দিব, শরীর শত খণ্ডে খণ্ডিত হয় হইবে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হয় ঝুলিব, আমাদের জননী, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যার উপর অত্যাচার হয় সহ্য করিব। কিন্তু তথাপি আমাদের স্বরাজ লাভের প্রতিজ্ঞা হইতে কিছুতেই বিচ্যুত

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হইব না।" যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন ভারতমাতার প্রত্যেক সন্তানকে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—"যে পর্য্যন্ত শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি থাকিবে, যে পর্য্যন্ত শেষ নিশ্বাস পতিত না হইবে—সে পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিব।"

—লাজপত রায়

যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোন ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। "সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই বচনের এমন অর্থ নহে যে যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিও না। সে'ত কাপুরুষের কথা, দেশভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হ'ক বা না হ'ক, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক, যেন ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট হ'সনি।

—বিবেকানন্দ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নেতা

এমনি কেটেছে বারশ বরষ,
আরো কতদিন হবে,
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে

কবে প্রাণ খুলে' বলিতে পারিব
"পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ!"
"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু পিছু!
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তা'র কাছে জীবন মরণ,
নাই, নাই আর কিছু।'
হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মত—
"উঠিয়া দাড়াও আপন আলোতে!
ওই চেয়ে দেখ কত দূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে বলে'
আসে লোক কত শত!
ওই শোন, শোন, কল্লোল ধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্থির থাক তুমি, থাক তুমি জাগি',
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি,
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তা'রা।
ওই চেয়ে দেখ দিগন্তপানে
ঘন ঘোর ঘটা মূর্ত্তি।
আসিতেছে ঝড় মরণের ল'য়ে,—
তাই ব'সে ব'সে হৃদয়-আলয়ে
জ্বালাতেছি আলো, নিবিবে না ঝড়ে
দিবে অনন্ত জ্যোতি।

—রবীন্দ্রনাথ

যিনি হুকুম তামিল করিতে পারেন, তিনিই হুকুম করিতে জানেন। প্রথমে আত্মসংযম শিক্ষা কর।

'শিরদার ত সরদার'—মাথা দিতে পারত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নেতা কি বানাতে পারা যায়? নেতা জন্মায়। লিডারি করা বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন যোগান। ঈর্ষা স্বার্থপরতা আদপে থাকবে না, তবে লিডার।

—বিবেকানন্দ

নেতা যদি খুঁজে নাই পাও—তবে কি তোমরা চুপ ক'রে ব'সে থাকবে? তোমরাই নেতা সৃষ্টি ক'রে নিয়ে কাজে লেগে যাও। নেতা আকাশ থেকে পড়ে না, কাজের মধ্য দিয়ে নেতা গড়ে ওঠে।

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বার মাস
স্বদেশ উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।

—শিবনাথ শাস্ত্রী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যদি তুমি তোমার যথার্থ কল্যাণ করিতে চাও তবে তোমার তিনটি জিনিষ থাকা চাইই। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা। তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই কি প্রাণ কাঁদিয়াছে? জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে, ইহা কি তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া যথার্থই কি তোমার অনুভব হয়? তোমার অন্তিরাত্মা কি ঐ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? উহা কি তোমার রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? উহা কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর ঝঙ্কার দিতেছে? তুমি কি এই সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি ইহা হইয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তার পর চাই—কৃতকর্ম্মতা। বল দেখি তুমি দেশের কল্যাণের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি? জাতীয় ব্যাধির কোনরূপ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছ কি? তোমরা যে চীৎকার করিয়া সকলকে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে বলিতেছ, তোমরা নিজেরা কি কোন পথ পাইয়াছ? হইতে পারে প্রাচীন ভাবগুলি সব কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ সকল কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের মধ্যে সুবর্ণখণ্ডসমূহ রহিয়াছে।

এমন কোন উপায় কি আবিষ্কার করিয়াছ যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাটি সোনাটুকু মাত্র লওয়া যাইতে পারে ? যদি তাহাও করিয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটি জিনিষের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি দেশের কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বল দেখি তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি ? নিশ্চিত করিয়া কি বলিতে পার যে কাঞ্চন, মান, যশ বা প্রভুত্বের বাসনা তোমার এই দেশের হিত-কাজের পশ্চাতে নাই ? তুমি কি নিশ্চিন্ত করিয়া বলিতে পার, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে পার ? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার—তুমি কি চাও তাহা জান—আর তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইলেও তোমার কর্ত্তব্য এবং সেই কর্ত্তব্য মাত্র সাধন করিয়া যাইতে পার ? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার যে যত দিন জীবন থাকিবে, যতদিন হৃদয়ের গতি সম্পূর্ণ রূপে অবরুদ্ধ না হইবে ততদিন অধ্যবসায়-সম্পন্ন হইয়া তোমার উদ্দেশ্য সাধনে লাগিয়া থাকিবে ? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে তবেই তুমি প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ শিক্ষক, তবেই তুমি মানব

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জাতির পক্ষে মহামঙ্গলস্বরূপ, তবেই তুমি আমাদের নমস্য।

—বিবেকানন্দ

সেবা

হে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা
অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ?
কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর কিবে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী,
প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও" যেবা ফিরে চায়,
তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু
সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়.
মন প্রাণ শরীর অর্পণ,
কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

—বিবেকানন্দ

ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। তবু তুলসীর পূজো করে, ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হলে সব কল্যাণ হবে।

সকল উপাসনার সার শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিব-বোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাঁহার সন্তানের সেবা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে, অগ্রে জগতের জীবগণের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাস!

কায়মনোবাক্যে "জগদ্ধিতায়" হতে হবে। পড়েছ "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব"; আমি বলি "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব,"—দরিদ্র, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক. ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে!

আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব; "বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ"—বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করা—এই আমার ধর্ম।

—বিবেকানন্দ

অহঙ্কার ত পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
সঙ্গী হ'য়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে—
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

—রবীন্দ্রনাথ

——

পরের কারণে স্বার্থ দিয়ে বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে—
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী প'রে ;
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

—কামিনী রায়

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পরিচ্ছদ

কে তুমি কিঙ্কিণি পরি' প্রভুদের সাথ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লজ্জা ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হ'য়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান ?
বলিছে মা "ওরে দীন, বস্ত্রে মোরে ধর,
তোমার চর্ম্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর ?"
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তব কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে ?
বলিতেছে, "যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তা'র আমারি কৃপায় !"
সর্ব্বাঙ্গে লাগনা বহি' একি অহঙ্কার !
ওর কাছে জীর্ণ চীর সেনো অলঙ্কার !

—রবীন্দ্রনাথ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পরিচ্ছদ

যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয় বুঝি ইহারা পদদলিত বিত্তাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!

—বিবেকানন্দ

আমি বিশেষ আলোচনার ফলে বুঝিয়াছি যে আমাদের জাতীয় বেশভূষা আমাদের বিশেষ উপযোগী। আমি আমার জাতীয় পরিচ্ছদকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমি নিজের হাতে বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকি, কৃষিকর্ম্ম আমার অবলম্বন। স্বদেশী বস্ত্র ছাড়া আমি ভিন্নদেশজাত পদার্থ ব্যবহার করি না। ইহাই আমার ব্রত। বিলাতী পরিচ্ছদের অনুকরণে পোষাক পরিধান করা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। উহাতে জাতীয় জীবনের অবনতিই সূচিত হইয়া থাকে। জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করায় আমরা ঘোরতর পাপার্জ্জন করিতেছি। আমার মনে হয় এদেশের জলবায়ুর পক্ষে আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এমন স্বাস্থ্যবিজ্ঞানমূলক পরিচ্ছদ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আর নাই। জুতা ব্যবহার করি না, তাহাতে আমার শরীর ও মন পবিত্র থাকে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যদি সম্ভব হয়, তবে জুতা ব্যবহার না করাই ভাল, উহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

—মহাত্মা গান্ধী

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই॥
সেই মোটা সুতার সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই।
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে অই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই॥
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের
সন্তার প্রচুর অন্ন নাই।
তবু তাই বেচে কাঁচ, সাবান, মোজা,
কিনে করি ঘর বোঝাই॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আয়রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই—
পরের জিনিষ কিনব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিষ পাই ॥

—রজনীকান্ত

আমি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যার যতই আলোচনা করিয়াছি এবং কাপড়ের কলওয়ালাদের সঙ্গে যতই কথা-বার্ত্তা বলিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে যদি আমরা ভারতের প্রত্যেক পরিবারে চরকার প্রবর্ত্তন না করি তাহা হইলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি তোমরা ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন দিতে চাও, যদি উলঙ্গের লজ্জা নিবারণ করিতে চাও, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে চরকা প্রচলিত করিতে হইবে। দেশসেবার এই যে মহান্ সৌভাগ্য তোমাদের নিকট উপস্থিত উহাকে কি তোমরা বরণ করিয়া লইবে না?

—মহাত্মা গান্ধী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সাধনা

ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় চেকেচে আলো—জানে না ত কেউ,
রাত্রি আছে কি না আছে ;
দিগন্তে ঘনায়ে উঠে ঢেউ,
তারি মাঝে হুঙ্কারে কাণ্ডারী,—
"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"

বাহিরিয়া এল কা'রা ? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের ক্রন্দন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে,
ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল,
"যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল,"
উঠেছে আদেশ—
"বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মৃত্যু ভেদ করি'
ছুটিয়া চলেছে-তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় ত নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি'
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।

—রবীন্দ্রনাথ

চালাকীর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তং কৃধি পৌরুষম্—পৌরুষ প্রকাশ কর।

—বিবেকানন্দ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বর্ত্তমানে আমরা যে কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা অতি মহৎ, বিস্তৃত ও গুরুতর। আজ করিব না বলিয়া ইহাকে ফেলিয়া রাখা চলিবে না। আমি যেরূপ উৎসাহ ও সাহস প্রদর্শন করিতে পারিয়াছি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সাহস ও উৎসাহ সহকারে তোমাদের সকলকে এক-যোগে কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের দেশমাতা ইহাই চান যে আমরা সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাই। সন্তান কি মাতার আহ্বানে বধির থাকিবে? তোমরা সকলে মাতৃভূমির আহ্বানে সাড়া দাও, এবং সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ বিস্মৃত হইয়া জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হও। দেশ-সেবায় দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, মান, অপমান, আপনার স্থান নাই। আমাদের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা মাত্র ভগবানের সহায়তায় সফল হইতে পারে এবং ইহা ধ্রুব সত্য যে আমরা না হইলেও আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ নিশ্চয়ই ফলভোগী হইবে। সুতরাং মন হইতে সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া সকলকে একযোগে জাতীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে আর কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখুন, যেন নিজ চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারি যে তোমাদের ব্রত সফল হইয়াছে।

—লোকমান্য তিলক

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই, সেখানে প্রেমও থাকে না, সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রতা আসে। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে প্রাণে হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই।

— শ্রী অরবিন্দ

"মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা রাজার কোন প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে না; কার আইন পাশ হউক বা না হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক, আমার স্বদেশ, আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশ। কোন মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিও না, কাহারও মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিবে না; একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্ত ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি—যে পথ কঠিন, যে পথ কণ্টকসঙ্কুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনও মেঘের গর্জ্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিও না, ফিরিও না, দুর্য্যোগের রক্ত চক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎ সমক্ষে অপমানিত করিও না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতিবিবেচকের ভীত পরামর্শে নিজকে দুর্ব্বল করিও না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে, তখন সংযত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে। তাহা ভাল মন্দ, লাভ ক্ষতি দুইই লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্যোগে সমস্ত দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে, বিজ্ঞভাবে, বিবেচক ভাবে, বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই—তাহার বেগ, তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে—সেই সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সাধক

কর্ত্তব্যের পথ কুসুমাস্তৃত নহে। আমরা যাহা আকাঙ্ক্ষা করি আপাতদৃষ্টিতে তাহা রাষ্ট্রবিপ্লব বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এ সংগ্রামে বিন্দুমাত্র রক্তপাত হইবে না সত্য, তাই বলিয়া আমাদিগকে কোনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, ইহা মনে করা মূর্খতার কার্য্য। মহদ্দুঃখ স্বীকার করিতে হইবে। যদি দুঃখ ভোগের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাক, তবে কিছুই লাভ করিতে পারিবে না। এ বিপ্লব নররক্তপাতে কলঙ্কিত হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিও না যে দুঃখ দুর্দ্দশাকে বরণ করিতে হইবে না, কিম্বা কারাগারে যাইতে হইবে না।

—লোকমান্য তিলক

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বাধীনতার পথ কুসুমাস্তৃত পথ নয়। ইহা পাহাড়ী পথের মতো দীর্ঘ দুরারোহ কণ্টকময়। শিখরদেশ যতই কাছে আসে, বাধা ততই প্রবল হয়ে ওঠে—লক্ষ্য যতই নিকটবর্ত্তী হয়, বিপদের অন্ধকার ততই ঘনীভূত হ'য়ে দেখা দেয়। কিন্তু এই ঘন অন্ধকারই নবপ্রভাতের বার্ত্তাবহ।

এ-পথে নির্য্যাতন আসবে, দুঃখ আসবে, ক্ষতি আসবে—আসুক আমরা জয়ী হব আমাদের সাধনা-বলে।

জাতির মনে যদি মুক্তির উন্মাদনা সত্য সত্যই জেগে থাকে, তবে এ দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি আজও জন্মগ্রহণ করেনি, যা তাকে চেপে রাখ্‌তে পার্‌বে।

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মনির্ভরতাই জাতীয় আন্দোলনের প্রাণ। যাঁহারা মাতৃভূমির মঙ্গলের নিমিত্ত কোনও কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই দুইটি গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আর তাহা হইলেই তাঁহাদের

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সুফল প্রসব করিবে। মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে অনন্যসহায় হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। অন্তরের সমস্ত আগ্রহ ও উৎসাহ লইয়া কার্য্য করিলে পরমেশ্বর কখনও তোমার কার্য্যকে অপুরস্কৃত রাখিবেন না। যদি তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাক, সর্ব্বদা মনে রাখিও তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তোমাকে সাহায্য করিতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রস্তুত রহিয়াছেন। তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন কর এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে থাক; পুরস্কার আসুক কি তিরস্কার আসুক সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিও না।

—লোকমান্য তিলক

আমাদের কপালে এখনও অনেক কষ্ট আছে, লোভী ও অত্যাচারিদের নিষ্পেষণে আমাদের অনেক রক্ত এখনও বহিবে, তথাপি যে সত্য আমার চিত্তে, হৃদয়ের অন্তরে ও অস্থিমজ্জার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে, তা পাবার জন্য যদি আমাকে সকল দুঃখকষ্ট ভোগ ও আমার সমস্ত রক্ত দান

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ক'রতে হয়, তাহ'লে বুঝবো যে অতি অল্প মূল্যে এত বড় সম্পদ্ পেয়েছি, কিরণমণ্ডিত তারকার মত আমার আজ ঐশ্বর্য্য! তাই আমি সকল যন্ত্রণাক্লেশ সহ্য ক'রব, সব দুঃখকষ্ট আমার বুকের মধ্যে টেনে নিব, কারণ আমি অন্তরে যে আনন্দ পেয়েছি, তাকে পার্থিক কোন বস্তুই চেপে রাখ্‌তে পারে না! এই আনন্দই অনন্ত শক্তির আকর।

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

অনেকে মনে করেন যে Suffering-এর মধ্যে বুঝি শুধু কষ্টই আছে, কিন্তু এ কথা সত্য নয়। Suffering-এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে, তেমনি একটা অপার আনন্দও আছে। এই আনন্দ বোধ যার কাছে হয়নি, তার কাছে কষ্ট শুধু কষ্টই, সে ব্যক্তি দুঃখকষ্টের নিষ্পেষণে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখকষ্টের ভিতর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে—তার কাছে Suffering একটা গৌরবের জিনিষ, সে দুঃখকষ্টের চাপে মুষ্‌ড়ে না হ'য়ে আরও শক্তিমান্ ও মহীয়ান্ হয়ে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ওঠে। যে ব্যক্তি কোন মহান্ আদর্শকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসার দরুণ দুঃখকষ্ট পায়, তার কাছে দুঃখক্লেশ অর্থহীন নয়; দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হ'য়ে আনন্দ ব'লে প্রতীয়মান হয়, এবং সেই আনন্দ অমৃতের মত তার শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার ক'রে দেয়।

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

এমন অনেক সময় আসিবে, যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব এবং সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদিগকে মনে হইবে। সেই সঙ্কট সময়ে আমাদের সেই আইরীশ মহাপুরুষের কথা মনে রাখিতে হইবে—যিনি আসন্ন বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"জগৎকে যেমন একজন (খৃষ্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন, আয়র্লণ্ডকে তেমনি একজনই উদ্ধার করিতে পারে।" বন্ধুবিহীন অবস্থায় একাকী দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সাহস মনে জাগরূক হওয়া চাই। জনপ্রিয়তার স্রোতে যে চিরদিন ভাসিয়া থাকিতে চায়, সে হয়তো সাময়িকভাবে সাধারণের

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়—কিন্তু ইতিহাসে সে অমর হইতে পারে না; ভবিষ্যতের ইতিহাস সে সৃষ্টি করিতে পারে না। স্বাতন্ত্র্য ইতিহাস গঠিত করিতে হইলে আমাদিগকে ব্যক্তিবিদ্বেষ ও অত্যাচার সহিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ কাজের জন্য নিন্দা ও বিদ্রূপ, নিকটতম বন্ধুর নিকট হইতে ঈর্ষা ও শত্রুতা—ইহাতে আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না।

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছি না। যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মান জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে প্রস্তুত থাকো, সে এসো। সে একাই একশ'। কীণসঙ্কল্প দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না। একাগ্র দৃঢ় স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই।

—দ্বিজেন্দ্রলাল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্ম্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন বাস করিবে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য,—মনুষ্যত্ব—ক্ষত্রবীর্য্য—ব্রহ্মতেজ। আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাহাদের উপর সব আশা করা যায়, তাদের সবগুণ, সব শক্তি আছে—কেবল বলি যদি এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত এই পশুত্বের বেদীর সমক্ষে হত্যা না করা হইত! হে প্রভো! আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর—অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া কোমর বাঁধিবে এবং দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান করবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।

ধীরে অথচ নিস্তব্ধভাবে কাজ করতে হবে। খবরের

স্বরাজ গীতা

কাগজে হুজুক করা নয়। সর্ব্বদা মনে রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

—বিবেকানন্দ

সমগ্র দেশ আজ চঞ্চল হ'য়ে উঠুক দেশমাতৃকার আহ্বানে।

যার হাতে যে কাজই থাকুক না কেন, তা স্থগিত রেখে ছুটে এস মায়ের ডাকে। এ সাধনা সফল কর।

হে ভারতের পুরুষ! হে ভারতের নারী! কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। এখনও সময় আছে! এখনও কাজ কর! এখনও কাজ কর!

—শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী

"What will you offer?"—they asked. "Offer! I offer you hardship, hunger, rags, thirst, sleepless nights, foot-sores in the long marches, privations innumerable and victory in a noble cause."

—Lala Lajpat Rai

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাদিগকে কি দিবে ?" "কি দিব ? দিব দুঃখ, দিব অনাহার, দিব শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, দিব তৃষ্ণা, দিব বিনিদ্র রজনী, দিব দীর্ঘ অভিযানে ক্ষতবিক্ষত পদতল, দিব সীমাতীত সংখ্যাতীত ক্লেশরাশি, আর দিব মহৎ কার্য্যের চরমফল—বিজয়গৌরব।"

ভারতে আবালবৃদ্ধবনিতার আজ মায়ের নামে সপথ গ্রহণ কর্‌তে হবে। সংকল্প ক'র্‌তে হবে যে আমাদের প্রাণ যায় যাক—আমরা ফাঁসিকাঠে ঝুলি, কি আমাদের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হ'য়ে যায় যাক্।

আমাদের মায়েদের, শিশুদের নির্যাতন সইতে হয় হ'ক্—তবু আমাদের স্বরাজ লাভের সংকল্প তিলমাত্র হ্রাস পাবে না।

ভারতের প্রত্যেক সন্তানকে আজ এই পণ ক'র্‌তে হবে যে দেহে যতক্ষণ জীবন আছে, নাসায় যতক্ষণ একটিও নিঃশ্বাস আছে, ততক্ষণ আমরা জাতির স্বাধীনতার জন্য সাধনা ক'র্‌বো।

—লালা লাজপৎ রায়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অভয় গীত।

Be just and fear not. Let all the ends thou aimest at be thy country's, thy God's, and Truth's.

—Shakespeare

ন্যায়নিষ্ঠ হও। নির্ভীক হও। সমগ্র জীবন দিয়া হও দেশের কাজে, ভগবানের কাজে, সত্যের কাজে।

মহান্ আদর্শের উত্তরাধিকার লইয়া তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তদুত্তর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত। যাহা তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার সংরক্ষণ ও সফল পরিণতির জন্য তোমরা দায়ী। তুমি যে হও না কেন, আর তোমার পদমর্য্যাদা যাহাই থাকুক না কেন তাহাতে কিছুই যায় আসে না। রাস্তার ঝাড়ুদারও জগৎকে ভালবাসিতে পারে। অহার মধ্যে এমন চরিত্র-বল থাকিতে পারে যাহা তোমাদের মন মহত্ত্বে পূর্ণ করিতে সক্ষম। যে কর্ত্তব্যের জন্য তোমরা দায়ী, যে কর্ত্তব্য জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই তোমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আছে এবং যে কর্ত্তব্য তোমরা ব্যতীত অন্য কেহই করিতে সক্ষম নহে, তোমাদের মধ্যে এমন অক্ষম, এমন শক্তিহীন কেহই নাই যে এই কর্ত্তব্যকে এড়াইয়া থাকিতে পারে। অতএব দেশমাতার উন্নতির নিমিত্ত তোমাদের প্রত্যেককেই স্বজীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।

—সরোজিনী নাইডু

আর এই যে পঞ্চসহস্র যুবক—তাহারা কাহারা? যদি ইহারা স্ব স্ব সংকল্পে অটুট থাকিতে পারে, তাহা হইলে ইহাদের প্রত্যেকে শাসনতন্ত্রের নিকট এক একটা মহাশক্তিশালী বিস্ফোরক বলিয়া পরিগণিত হইবে—যাহার বিস্ফোরণে সমস্ত দুর্নীতি, অন্যায় অত্যাচার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এ বিস্ফোরকে পিক্‌রিক্ এসিড নাই। কিন্তু জার্ম্মাণগণ যে বোমা আবিষ্কার করিতে ও ইংরেজগণ জার্ম্মাণীর দেখাদেখি যে বোমা প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, ইহার শক্তি তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক। স্বাধীনতা লাভের অদম্য বাসনা—যাহা মৃত্যুকেও উপহাস করে—সেই প্রবল ইচ্ছা স্বাধীনতার শত্রুর প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

করিবে। স্বাধীন হইবার আগ্রহ আর পরাধীন রাখিবার ইচ্ছা—এই উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়াছে। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, কারণ স্বাধীনতাই ধর্ম্ম আর পরাধীনতাই অধর্ম্ম। স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস অমুষ্ঠিত হইবেই। অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—এই ত সময়। তবু পক্ষসহস্র কেন—হে ভারতবাসী যুবক-বৃন্দ, তোমরা অক্ষুব্ধ অযুতে বাহির হইয়া আইস, শিক্ষা হউক আর না হউক—স্বাধীনতার জন্য দণ্ডায়মান হও। আমরা কাহারও অঙ্গে আঘাত করিব না, কোনও উপদ্রবের সৃষ্টি করিব না, কোন বিশৃঙ্খলা ঘটাইব না, কিন্তু 'যে পর্য্যন্ত স্বরাজ লাভ না হয় সে পর্য্যন্ত আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব না, কিংবা পথ মাঝে বিশ্রাম করিব না,' এই কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে বিরত হইব না।

—বিপিনচন্দ্র পাল

সরকার পীড়ণনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যে কোন দুর্দ্দৈব বা বিপদ উপস্থিত হউক না কেন আমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া তাহার সম্মুখেই দণ্ডায়মান হইব। তোমরা কি তাহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমরা একমাত্র ভগবানকে ভয় করিব, আর কাহাকেও ভয় করিব না। আমরা ভারতমাতাকে ভুলিব না। ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের 'স্বরাজ'ই আমাদের কাম্যবস্তু। বর্ত্তমান সময়ে আমরা এমন এক বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছি, যাহা পৃথিবীতে আর কোথাও কখনও কেহ দেখে নাই। ইহার প্রকৃতি অন্যান্য সকল বিপ্লব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রকমের। এই বিপ্লব যখন সফল হইবে, যখন ভারতবর্ষের পঞ্চত্রিংশ কোটি নরনারী দাসত্বের শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া মুক্ত হইবে, তখন কি দেশের গ্রাজুয়েটগণ সেক্ষপীয়র ও মিল্টন পড়িবে! ছাত্রগণ কি তখনও স্কুল কলেজে বসিয়া ক্ষেত্রতত্ত্বের সমস্যা পূরণ করিবে! এদেশের সকলের সমক্ষেই একটিমাত্র সমস্যা রহিয়াছে, তাহা কি ভাবে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা যায়, কি ভাবে দেশকে মুক্ত করা যায়—সেই সমস্যা। আমি ছাত্রগণকে সেই সমস্যা সমাধান করিতে বলি। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণের পক্ষে তাহাই প্রধান কার্য্য। পুস্তক পাঠ করিয়া দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তি লাভ করা যায় না। ব্যক্তিগত জীবনোৎসর্গের দ্বারা জাতির মৃত জীবনে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, দেশভক্তের মৃত্যুর বেদীর উপরেই জাতির স্বাধীনতা জন্মলাভ করে।

—মৌলানা মহম্মদ আলী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কল্যাণ গীতা

তুই কাজে লেগে যা না ; দেখবি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পারবি না। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে ; পরের জন্য এতটুকু ভাবলে জমে হৃদয়ে সিংহ বলের সঞ্চার হয়। তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস্, ত ভগবান তোর একটা উপায় করবেনই করবেন। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি—গীতায় পড়েছিস্ ত!

—বিবেকানন্দ

টাকায় কিছু হয় না, নাম যশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না। চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।

দুইটী জিনিষ হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—কর্তৃত্ব-প্রিয়তা ও ঈর্ষ্যা। সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।

পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় এই তিনটী গুণ, আবার সর্ব্বোপরি প্রেম—সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আবশ্যক। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে।

—বিবেকানন্দ

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার,
সাধুন্ কো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার।

এই ভাবে চল্‌তে হবে। লোককে জান্‌তে হবে পোকা। তাদের ভালমন্দ কথায় কাণ দিলে জীবনে কোন মহৎ কার্য্য কত্তে পারা যায় না। নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ—শরীরে বল না থাকলে এই আত্মাকে লাভ করা যায় না।

—বিবেকানন্দ

আমাদের ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ তরুণদিগকে বলি, যদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরে উন্মূলিত কর। বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় ক্ষণিক রজঃপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। যাহারা দেশোদ্ধারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

'তাহাদের মধ্যে প্রবল ভ্রাতৃভাব, কঠোর উদ্যম, লৌহসম দৃঢ়তা ও অনন্ত অগ্নিতুল্য তেজ সঞ্চার কর, সেই শক্তিতে আমরা অটুট বলাধিত ও চিরজয়ী হইব।

—শ্রীঅরবিন্দ

We boys, we will die fighting, or live free.

—Lord Byron

তরুণ মুক্তি সেনানী আমরা, আমরা যুঝতে যুঝতে মরব, অথবা মুক্তি আহরণ ক'রে স্বাধীন হ'য়ে বাঁচব।

প্রকৃত যুদ্ধ জয় তারা করে না—যারা নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে, জয়ধ্বনি করতে করতে যুদ্ধ হ'তে ফেরে আসল যুদ্ধ জয় করে তারা—যারা সেই যুদ্ধে মরে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল

They never fail who die in a great cause.

—Lord Byron

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মহৎ উদ্দেশ্যে যারা জীবন দান করে তারা কখনও পরাজিত হয় না।

The tree of Liberty only grows when watered by the blood of martyrs.

—Barere

একমাত্র সহীদের রক্তসিঞ্চনেই স্বাধীনতা-তরু বেড়ে ওঠে।

আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে যদিও জুরী আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, তথাপি আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া মনে করি। পার্থিব শক্তি হইতেও মহত্তর শক্তি আছে, যাহার ইঙ্গিতে সমুদয় জাগতিক কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, এবং ইহাই বোধ হয় বিধাতার বিধান, যে মুক্ত অবস্থায় থাকিতে আমার জীবনব্রত যে পরিমাণে সফল হইতে পারিত আমার দুঃখ ভোগের দ্বারা তাহা অধিকতর সফলতা লাভ করিবে।

—লোকমান্য তিলক

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সত্যাগ্রহ

"সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্"—সত্যই জয়যুক্ত হইবে, মিথ্যা পরাজয় স্বীকার করিবে।

—আপ্তবাণী

যোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ!
জয় জয় সত্যের জয়!
যোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন,
জয় জয় সত্যের জয়!

যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়!
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়!
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক নয়!
জয় জয় সত্যের জয়!

যোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ, আজি করিব সকলে দান
যোরা লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে গাহিব পুণ্য গান।
জয় জয় মঙ্গলময়!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যদি দুঃখে দহিতে হয়, তবু অশুভ চিন্তা নয়!
যদি বৈনা বহিতে হয়, তবু অশুভ কর্ম্ম নয়!
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু অশুভ বাক্য নয়!

জয় জয় মঙ্গলময়

—রবীন্দ্রনাথ

সত্যাগ্রহ—ইহার ধাতুগত অর্থ—সত্য আশ্রয় করিয়া থাকা। ইহা সত্যের শক্তি। ইহাকে আমি প্রেমশক্তি বা আত্মার শক্তিও বলি। ইহা আশ্রয় করিলে শত্রুর প্রতি কোনও অত্যাচারের আবশ্যক হয় না।

যখন ডেনিসেনের বিবেক বলিল—মিডস্ ও পার্শিয়ানদিগের আইনসমূহ অসঙ্গত, তখন তিনি তাহা ভঙ্গ করিয়া তজ্জনিত দণ্ড গ্রহণ করিলেন, প্রসন্নমনে সকল নির্য্যাতনই সহ্য করিলেন, তখন বুঝিতে হইবে তিনি সত্যাগ্রহ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সক্রেতিস্ সত্য প্রচারে বাধা প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, মৃত্যু বরণ করিয়া লইলেন, তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিলেন না, তখন বুঝিবে তিনি সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন। বিবেকের

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অনুরোধে প্রহ্লাদ পিতার বাক্য অমান্য করিয়াছিলেন, শত নির্যাতনেও সত্য পরিত্যাগ করেন নাই। সত্যাগ্রহী মীরাবাঈ স্বজনের অনুরোধে তাঁহার স্বামীর অসন্তোষ ভাজন হইয়াছিলেন, এবং বহুকাল বহু নির্যাতন, বিরহ ও অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি সত্য পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি সত্যাগ্রহী ছিলেন। মনে রাখা উচিত প্রহ্লাদ, ডেনিয়েল, মীরাবাঈ, সক্রেতিস ইহারা যাহাদের বাক্য অমান্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কোনও রূপ শত্রুভাব পোষণ করিতেন না। ডেনিয়েল, সক্রেতিস আদর্শ পুরুষ ছিলেন। প্রহ্লাদ আদর্শ পুত্র ছিলেন, মীরাবাঈ আদর্শ স্ত্রী ছিলেন।

এ সত্যাগ্রহ ঘরে ঘরে পারিবারিক জীবনে সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা প্রেমের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যখনই কোন পরিবারে কোন ব্যবস্থা কাহারও অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, তখনই সে প্রতিবাদস্বরূপে এই সত্যাগ্রহব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। নিজে কষ্ট ভোগ করে, সত্যের জন্য নির্যাতন সহ্য করে, কিন্তু পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে না, কোন প্রকার অত্যাচার বা উপদ্রবের সৃষ্টি করে না।

সত্যাগ্রহ প্রতিপালনে কাহারও উপর নির্ভর করিতে

হয় না। বিপক্ষ পক্ষের সমর্থন আবশ্যক হয় না। তবে যখন বিপক্ষ পক্ষ প্রকৃতই এই আচরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন ইহা অতি সহজে সফল হইয়া থাকে। সত্যাগ্রহীর পরাজয় কিছুতেই নাই। কারণ যিনি সত্যের জন্য যুদ্ধ করেন তাঁহার আর পরাজয় কি? যদি এ যুদ্ধে মৃত্যু আসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ মৃত্যু নয়—মুক্তি। আর যদি কারাবাস আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—ইহা স্বাধীনতার দ্বারস্বরূপ!

সাধারণ অপরাধী ও সত্যাগ্রহী এক জিনিষ নহে। একজন সাধারণ অপরাধী যখন কোনও আইন ভঙ্গ করে, তখন সে তাহা গোপনে করিতে চায় এবং যাহাতে কোনও দণ্ড গ্রহণ করিতে না হয় সে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু সত্যাগ্রহী সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যে আইন ভঙ্গ করেন এবং দণ্ডভোগের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন।

—মহাত্মা গান্ধী

অন্যায় অসত্য অপবিত্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে হইবে। প্রতিকার না করিতে পারিলেও প্রতিবাদ করিতে হইবে। যেখানে অন্যায়, কি অসত্য, কি

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অপবিত্রতার লেশমাত্র দেখিতে পাইবেন, সেইখানে তারস্বরে তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিবেন; যাহাতে তাহা বিলুপ্ত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া লইবেন। সাবধান—যেন কোন প্রকারে আপনার মনে বিকারের উদয় না হয়। প্রশান্তভাবে তরবারি লইয়া পাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ যে ভাবে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন সেই ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুরোধে ভগবদ্বিধির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু মনের ভিতরে ক্রোধের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয় সে অসুরের প্রজা, অসুরমন্ত্রীর প্রজা নহে; সে ভগবদ্বিরোধী।

জোসেফ ম্যাট্‌সিনি বলিয়াছেন :—

"Whensover you see corruption by your side and do not strive against it, you betray your duty."—"যখনই তুমি তোমার পার্শ্বে কোনরূপ অপবিত্রতা দেখ এবং তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না কর, তখনই তুমি বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াও।" যে ব্যক্তি

পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হয় সে ভগবানের নিকটে বিশ্বাসঘাতক।

—দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত

"আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না। আমাদের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে, যাহারা পৃথিবীর অন্ধকারের নায়ক, আমাদের সংগ্রাম উচ্চশ্রেণীধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।" স্বাধীনতা এবং সত্যই আদর্শ। রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য সত্যই সফল হইবেই আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস এবং দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের জন্য আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

—শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে—
তব ক্রোধ তারে যেন তৃণসম দহে।

—রবীন্দ্রনাথ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন আত্মসংযম হইতে পৃথক নহে। উহা লাভের উপায়—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, আত্মশক্তি বা প্রেমশক্তিও বলিতে পার। এই শক্তির পরিচালনা করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা কর্তব্য তাহা আমরা স্বদেশী বলিয়াই করিতে চাই, ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কিংবা প্রতিহিংসা লইবার জন্য নহে। আমাদের মধ্যে যে হিংসা বিদ্বেষের ভাব আছে, তাহা আমরা কি-পরিমাণে আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারি তাহার উপর স্বরাজপ্রাপ্তি নির্ভর করে।

—মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহাশ্রমে শিক্ষার্থীদিগকে যে অঙ্গীকার করিতে হয় তাহা এই :—

(১) সকল সময়েই সত্য কথা কহিব।

(২) হিংসা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিব।

(৩) আজীবন কুমার থাকিব।

(৪) আহারের দ্রব্যে কখনও লোভ করিব না।

(৫) পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিব।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(৬) যে দ্রব্য না-হইলে চলে না, তাহা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করিব না।

(৭) জীবনে কোন মনুষ্যকে ভয় করিব না।

(৮) কায়মনোবাক্যে স্বদেশী ব্রত পালন করিব।

(৯) যে পতিত তাহাকে উদ্ধার করাই জীবনের ব্রত থাকিবে।

অসহযোগ

অক্রোধেন জিনে ক্রোধম্, অসাধুম্ সাধুনা জিনে।

—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় এবং সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় কর।

—ভগবদ্বাণী

ভারত আমার, ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দিয়াছ মানবে জগজ্জননি,
দর্শন উপনিষদে দীক্ষা।
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম্ম ভক্তি ধর্ম্ম শিক্ষা।
ভারত আমার, ভারত আমার,
কৈবলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
ভগবদ্‌গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির ধর্ম্ম ;
তাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।
আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর,
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র।
নহি কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তাঁদের গরিমাস্মৃতির বর্ম্মে,
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাদের গরিমাময় ঐ অতীত,
তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ !
ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হৌক খর্ব্ব !
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ,
লুপ্ত হয় এ মানববংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত,
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।
চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে,
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে,
আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বরাজ গীত।

ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

—দ্বিজেন্দ্রলাল

অসহযোগ—ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ—আমরা বহির্ম্মুখী আছি, অন্তর্ম্মুখী হইব। ইহার অর্থ—আমরা অসত্য হইতে সত্যের পথে যাত্রা করিব। ইহার অর্থ—আমাদের অন্তর যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে এবং বিবেক যাহা আদেশ করিতেছে, সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিব।

—শ্যামসুন্দর

The nation's non-co-operation is an invitation to the Government to co-operate with it, on its own terms, as is every nation's right and every good Government's duty. Non-

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

co-operation is the nation's notice that it is no longer satisfied to be in tutelage.

—Mahatma Gandhi

প্রত্যেক জাতিরই দেশের রাষ্ট্রকে তাহাদের মতানুযায়ী চালিত করিবার ন্যায্য অধিকার আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কর্ত্তব্য প্রজাদের অভিমত মানিয়া চলা। জাতির এই অধিকার ও রাষ্ট্রের এই দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্যই জাতি অসহযোগ পন্থা অবলম্বন করে। অসহযোগ করিয়া জাতি এই বলিতে চায় যে তাহারা আর দাসত্বের মধ্যে থাকিতে রাজী নহে।

Every citizen silently but nonetheless certainly sustains the Government of the day in ways of which he has no knowledge. Every citizen therefore renders himself responsible for every act of his Government. And it is quite proper to support it so long as the actions of the Government are bearable. But when

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

they hurt him and his nation, it becomes his duty to withdraw his support.

—Mahatma Gandhi

রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাই নানাভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য ও পোষণ করে এবং অনেক সময় নিজেই বুঝিতে পারে না কি ভাবে সে রাষ্ট্রকে সাহায্য করিতেছে। কাজেই রাষ্ট্রের কার্য্যের জন্য প্রজারা কতকটা দায়ী। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রাধিপতির কার্য্য নিতান্তই অসহ্য না হয়, ততক্ষণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করা উচিৎ। কিন্তু যখন রাষ্ট্রের কার্য্য দেশের ও দশের ক্ষতিজনক হয়, তখন কোন প্রকারেই তাহাকে সাহায্য করা উচিৎ নহে।

*** অত্যাচারের প্রতিরোধের প্রকৃত পন্থা অত্যাচারীর বিনাশ নহে, তাহার কৃত অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ। যে আইন মনুষ্য প্রকৃতির স্বাভাবিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করে, সেই আইন মানিয়া চলিলে শুধু যে আত্মার অবমাননা হয় তাহা নহে, উহা স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠিত ভীষণ পাপ। এই অত্যাচারের নিকট নতি স্বীকার করিলে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মানুষের অন্তরমধ্যে যে দেবতা বাস করেন তাঁহাকেই অসম্মান করা হয়। যে শাসনতন্ত্র এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে লজ্জা বোধ না করে, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। কিন্তু আমি কেন এই অন্যায় অত্যাচারের সহায়তা করিব? ইহাকে স্বীকার করিলে, যে পাপে অত্যাচারীর হস্ত কলঙ্কিত সেই পাপ আমাকেও স্পর্শ করিবে এবং অত্যাচারের জন্য আমাকেও বিধাতার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

বৈদেশিক শাসনের অত্যাচারে উৎপীড়িত একটা জাতিও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার কিংবা অন্য বল প্রয়োগ না করিয়াও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। প্রথমে জাতির প্রত্যেককে এই সত্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, "স্বাধীনতা ব্যতীত জীবন বিড়ম্বনা মাত্র।" এইভাবে সমগ্র জাতি অনুপ্রাণিত হইবার পর বৈদেশিক শাসনযন্ত্রের সহিত যে কোন প্রকারের সংশ্রব পরিত্যাগ করিবে। যতক্ষণ রাষ্ট্রাধিপতির কার্য্য নিতান্তই অসহ্য না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য কর উচিত। কিন্তু যখন রাষ্ট্রের কার্য্য দেশের ও ধর্ম্মের ক্ষতিজনক হয় তখন কোন প্রকারেই তাহাকে সাহায্য করা উচিত নহে।

—মহাত্মা গান্ধী।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

There are (in India) no white servants, nor even grooms, no white policemen, no white postmen, no white anything. If the brownmen struck for a week, the empire would collapse like a house of cards, and every ruling man would be a starving prisoner in his own house. He could not even feed himself or get water.

—ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ ভৃত্য নাই, শ্বেতাঙ্গ সহিস্ নাই, শ্বেতাঙ্গ পুলিশ নাই, শ্বেতাঙ্গ ডাকহরকরা নাই, শ্বেতাঙ্গ কিছু নাই। যদি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ রাখে, তাহা হইলে বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত উড়িয়া যাইবে এবং যাহারা রাজ্যশাসন করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেককে নিজগৃহে বন্দী থাকিতে হইবে। ক্ষুধার সময় তাহাদের একমুষ্টি অন্ন মিলিবে না, পিপাসায় তাহারা একবিন্দু জলপান করিতে পাইবে না।

—মেরিডিথ টাউন্‌শেণ্ড

Now, if the feeling of a common nationality began to exist there only feebly, if, without inspiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion that it was shameful to assist the foreigner in maintaining his domination—from that day almost our Empire would cease to exist.

—"আমরা সকলেই একজাতি—যদি এই ভাবের ক্ষীণতম আভাষও ভারতবাসীর অন্তরে জাগিয়া উঠে, এবং বিদেশীকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার সচেষ্ট আগ্রহ না জন্মিয়া যদি তাহাদের মনে শুধু এই ধারণাই জন্মে যে, "বিদেশীকে তাহার প্রভুত্ব বজায় রাখিতে সাহায্য করা অত্যন্ত লজ্জাকর"—তাহা হইলে সেই দিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান হইবে।

—মার জন সিলি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভগবদ্বাণী

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥
২

—কাতরতা দূর কর—এ ত তব যোগ্য নয়,
তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যজি উঠ বীর ধনঞ্জয় !

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

—জীর্ণবাস ছাড়ি যথা নব বস্ত্র পড়ে নর—
জীর্ণ দেহ ছাড়ি আত্মা ধরে নব কলেবর !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

—যুদ্ধে হত হ'লে স্বর্গ, মহীলাভ হ'লে জয়,
উঠ পার্থ! যুদ্ধতরে হইয়া কৃতনিশ্চয়।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

—সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়—
সম ভাবি যুদ্ধ কর নাহি পাপ ভয়।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

—কর্ম্মে তব অধিকার—কর্ম্মফলে নয়,
ফল আশে কর্ম্মে যেন প্রবৃত্তি না হয়।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন!
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

—ইন্দ্রিয় সংযম করি কর্ম্ম করে যেই,
অনাসক্ত, শুদ্ধচিত্ত—প্রশংসিত সেই।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ ;
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥

—কর্ম্ম কর, কর্ম্ম-ত্যাগ হ'তে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর,
সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হ'বে প্রাণরক্ষা সুদুষ্কর !

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

—আত্মশক্তি বলে আত্মা করে মুক্ত আপনারে,
ভয়ে, অবসাদে কভু দুর্ব্বল ক'রোনা তারে ।
আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মা শত্রু আপনার
আত্মাতে বিশ্বাস রাখ, আত্মশক্তি দুর্নিবার ।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

—অপরের সুখ দুঃখ হেরে যেই আত্মোপম,
এ সংসারে হে অর্জ্জুন ! সেই যোগী শ্রেষ্ঠতম ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ।

—ইহ পরলোকে তার না হয় নিধন,
দুর্গতি না পান পার্থ শুভকারী জন ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।

—আমাতে যে করিয়াছে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ,
সমুদয় ভার তার বহি আমি সর্ব্বক্ষণ।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ মদর্পণং॥

—হোম, দান, সর্ব্ব কর্ম্ম, যা কর ভক্ষণ,
সমস্ত আমাতে তুমি কর সমর্পণ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

—আমাতেই রাখি চিত্ত মম ভক্ত হও,
নমস্কার কর মোরে, উপাসনা লও,—
এরূপে আমাতে হ'লে সমাহিত মন,
নিশ্চয় আসিয়া আমি দিব দরশন।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বা শত্রূন ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধং?
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

—উঠ, উঠ—পার্থ তবে, যশোলাভ কর ভবে,
রিপু নাশি লও রাজ্য ভূমি ;
সব্যসাচী, রিপু যত আমিই করেছি হত-
এখন নিমিত্ত মাত্র তুমি !

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥

—তুল্যনিন্দাস্তুতি, মৌনী, অল্পে তুষ্ট সদা যিনি,
গৃহহীন, ধীরমতি, ভক্ত—মম প্রিয় তিনি ।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

—জীবের হৃদয়ে থাকি, ঘুরান সকলে হরি
যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকা-সম, মায়া সূত্র ধরি ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতং ॥

—ভারত ! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারি শরণ লও—
তাঁহার প্রসাদে শান্তি, নিত্যধাম প্রাপ্ত হও ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি, কেবল আমারে ধরি
একান্ত অন্তরে লও আমার শরণ,

সর্ব্ব পাপে পরিত্রাণ আমিই করিব দান,
আর দুঃখ করিও না কুন্তীর নন্দন।

যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণোযত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবানীতির্ম্মতির্ম্মম ॥

যেই স্থানে নরবর, যেই কৃষ্ণ যোগেশ্বর,
—যেই স্থানে ধনুর্দ্ধর পার্থ গুণাধার.—
রাজলক্ষ্মী-অবস্থিতি, বিজয় সম্পদ, নীতি,
সকলই সেই স্থানে—বুঝিলাম সার।

সমাপ্ত

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA